CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-113 ■ 29 January, 2025 ■ আগরতলা ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১৫ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

রাজ্য সরকারের সঙ্গে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিনীর মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব ভাষায় সরকারি কাজকর্ম করার সুবিধা হবে ঃ তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা ভাষিণী রাজ্যমের সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে: তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী রাজ্যে তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা এখন অনেক উন্নত হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ই-ক্যাবিনেট ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ই-অফিস পরিষেবায় রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছে। আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে ভাষিণী রাজ্যম সিস্টেমের উপর এক কর্মশালার উদ্বোধন করে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন। অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী ডিভিশনের সাথে এক মউ স্বাক্ষরিত হয়।

অনুষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী বলেন, এই মউ স্বাক্ষরের ফলে ত্রিপুরা দেশের অষ্টম রাজ্য এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে ভারত সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী ডিভিশনের সাথে মউ স্বাক্ষর করেছে। কর্মশালার উদ্বোধন করে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, এই মউ স্বাক্ষরের ফলে সরকারি বিভিন্ন কাজে রাজ্যবাসীর ভাষাগত সমস্যার সমাধান ঘটবে। ভাষিণী রাজ্যমের মাধ্যমে রিয়েল টাইম অনুবাদ সম্ভব হবে। যার ফলে জনগণ তাদের নিজস্ব ভাষায় সরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম করতে পারবেন। ভাষিণী প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে নিজস্ব ভাষায় অনুবাদের ফলে সাধারণ মানুষ সহজে জানতে ও বুঝতে পারবেন। বিশেষ করে অনলাইন ডেটা এন্টিতে যে ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা দূর হবে। এই সিস্টেম আত্মনির্ভর ভারত ও বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণেও সহায়ক হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে বর্তমান সরকার কলেজ পড়ুয়া ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রীদের স্মার্ট ফোন কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের ৩০টি কলেজের মধ্যে ১৯টি কলেজে ফ্রি ওয়াইফাই পরিষেবা চালু রয়েছে। বাকি ১১টি কলেজে ওয়াইফাই পরিষেবা শীঘ্রই চালু করা হবে। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সহ তথ্য আদান প্রদানে আঞ্চলিক ভাষায়ও এই সিস্টেমটির উন্নতিকরণ করা হবে। এই মৌ স্বাক্ষরের ফলে রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী ডিভিশনের সিইও অমিতাভ নাগ বলেন, ভাষিণী রাজ্যমের উপর ইতিমধ্যে দেশে ৪টি রাজ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরায় পঞ্চম কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমানে ভাষিণী রাজ্যম সিস্টেমে দেশের ২২টি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা অনুবাদ করা সম্ভব। আগামীদিনে আঞ্চলিক ভাষাগুলির উপরও কাজ করা হবে। অনুষ্ঠানে তিনি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ভাষিণী রাজ্যম সিস্টেম ব্যবহারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। তিনি বলেন, ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প চালু করেন। এই

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নবোদয় বিদ্যালয়ে খাবার খেয়ে ৮০ জনের উপর ছাত্রছাত্রী অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনমালা, ২৮ জানুয়ারি।। সিপাহীজলা জেলার জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ভোজনালয়ের খাবার খেয়ে অসুস্থ ৮০ জনের উপরে ছাত্র-ছাত্রী। উদ্বিগ্ন অভিভাবকমহল। সিপাহীজলা জেলার জহর নবোদয় বিদ্যালয় টাকারজলায় ভোজনালয়ের খাবার খেয়ে বিদ্যালয়ের মোট ৮০ জনের উপরে ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়। ঘটনাস্থলে সিপাহীজলা জেলাশাসক ও জম্পুইজলা মহকুমা শাসক পৌঁছে ঘটনার খোঁজ খবর নেন। অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করে চিকিৎসা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে খাবারের বিষক্রিয়ার ফলেই তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বিদ্যালয়ের সব কটি কক্ষ ঘুরে দেখে তিনি ভোজনালয়ে গিয়ে বিষয়ের খোঁজখবর নেন। সেখানে গিয়ে ওনার চক্ষু চরক গাছ, খাদ্যদ্রব্যগুলি বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। রয়েছে মেয়াদোত্তীর্ণ অনেক খাবার। যেগুলি দেখে জেলাশাসক তৎক্ষণাৎ এগুলিকে ফেলে দেওয়ার অনুমতি দেন পাশাপাশি ভোজনালয়ের ইনচার্জকে শোকজ করারও নির্দেশ দেন।

তিনি বিদ্যালয় থেকে সোজা চলে যান টাকারজলা সামাজিক হাসপাতালে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি রয়েছে সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবর নেন। কথা বলেন হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে। চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিকভাবে খাদ্যের বিষক্রিয়ার ফলেই এই অসুস্থতা, তাই বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীদের খাবার পরিবেশন এর উপর তিনি গুরুত্ব দিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।

সিপিএমের প্রচার সজ্জা নষ্ট করা নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ জিতেন্দ্রের কিসের এত ভয়?

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। শহরে সিপিআইএমের প্রচারসজ্জা নষ্ট করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সাথে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন, বিজেপি শাসন ক্ষমতায় থাকা সত্বেও তাঁদের কিসের এতো ভয়। যার কারণে তাঁরা সিপিআইএমের জনসম্মেলনে বাঁধা দিচ্ছে। এদিন তিনি বিজেপি'র রঙ না মাখিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পুলিশকেও আবেদন জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আগামী ২৯ জানুয়ারি সিপিআইএম দলের রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি চরম উত্তাপ। অবশেষে অনেক জল্পনার পর সিপি আই এম দলের রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে রবীন্দ্রভবনের সামনে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি এমনটাই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, সিপিআইএমের ২৪তম রাজ্য সম্মেলন উমাকান্ত মাঠে আয়োজন করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা ব্যাঘাত ঘটিয়ে জনসমাবেশ করা যাবে না। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার উমাকান্ত স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা ব্যাঘাত ঘটিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর জনসভার সহ একাধিক কর্মসূচির নজির রয়েছে। আসলে বিজেপি ভয় পেয়েছে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষিক্ষেত্রে পিএমকেএসওয়াই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৮ জানুয়ারি।। পিএমকেএসওয়াই ২.০ প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, এই প্রকল্পে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবে তিপ্রাসারা। তাই জনজাতি এলাকায় এই প্রকল্পের আয়োজন করা হচ্ছে। আজ হেজামারা ব্লকের পূর্ব নোয়াগাঁও ভিলেজের উড়াবাড়ি গ্রামে ওয়াটার সেভ প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে পিএমকেএসওয়াই ২.০ প্রকল্প। বর্তমানে রাজ্যের ১৮টি মহকুমার ১৯ টি স্থানে বর্তমানে এই প্রকল্প চলছে। এই প্রকল্পে ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বাজেট রয়েছে। ওই প্রকল্পের অধীন আজ হেজামারা আরডি ব্লকের পূর্ব নোয়াগাঁও এডিসি ভিলেজে ওয়াটার সেভ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া, এদিনের অনুষ্ঠানে স্ব সহায়ক দলের মহিলাদের ৫০ হাজার টাকা, নারকেল চারা এবং বিভিন্ন কৃষিজ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পে মাটির জল সংরক্ষণ, মাটির ক্ষয় রোধ এবং পরিবেশকে রক্ষা করে পুকুর খনন, মৎস্য চাষ, শুকর পালন সহ অন্যান্য মাধ্যমে মানুষকে আত্মনির্ভর করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের ১৮টি মহকুমার ১৯ টি স্থানে বর্তমানে এই প্রকল্প চলছে। তিনি আশাবাদী এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে স্ব সহায়ক দল গুলো দারুণভাবে উপকৃত হবে।

অ্যাম্বুলেন্সে সন্তান প্রসবের অনন্য নজির স্থাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। এক গর্ভবতী মহিলাকে বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে ফের ১০২ অ্যাম্বুলেন্সে সন্তান প্রসবের এক অনন্য নজির গড়ল কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। জরুরি অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সেই সন্তানের জন্ম দিয়ে ফের একবার প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করলেন ওই পরিষেবায় কর্মরত ইমারজেন্সি মেডিকেল টেকনিশিয়ান দেবু নাথ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে গর্ভবতী মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই শুরু হয় প্রসব যন্ত্রণা। পরিস্থিতি দেখে ইমারজেন্সি মেডিকেল টেকনিশিয়ান দেবু নাথ দ্রুত উদ্যোগ নেন। তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং তৎপরতায় সফলভাবে সন্তানের জন্ম হয় অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যেই। মা এবং নবজাতক দুজনেই সুস্থ রয়েছেন। ওই ঘটনা এলাকাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক চাই! স্কুলে তালা দিয়ে পথে বসলো ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। সুতারমুড়া-লালসিংমুড়া সড়ক অবরোধ করলো সুতারমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।শিক্ষকের দাবিতে স্কুলের তালা দিয়ে সুতারমুড়া-লালসিংমুড়া সড়ক অবরোধ করলো ছাত্র-ছাত্রীরা, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে।

ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। সড়ক অবরোধে উভয় দিকে আটকে পড়লো প্রচুর যানবাহন, ভোগান্তির শিকার হয়েছেন যাত্রীরা। জানাযায় দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয় শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল সুতারমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। কিন্তু রাজ্য শিক্ষা দপ্তর সেই বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ। তাছাড়া স্কুলের শিক্ষকরা প্রতিনিয়তই স্কুলে অনেকটাই দেরিতে আসেন। স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ১০৮ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ৮ জনের মধ্যে দিয়ে ৪ জনকে দিয়েই স্কুল চালাতে হচ্ছে। স্কুলে পলিটিক্যাল সাইন্স, ককবরক, ইংলিশ বিষয়ে নেই কোন শিক্ষক। তাছাড়া বিদ্যালয়ে পানীয় জল সমস্যা, বিদ্যালয়ের নেই কোন বাউন্ডারি, সব মিলিয়ে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত সুতারমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। বাধ্য হয়ে সুতারমুড়া- লালসিংমুড়া সড়ক অবরোধে বসে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ, ছুটে আসেন জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক এন্টনি দেববর্মা সহ চড়িলাম ইন্সপেক্টর অফ স্কুল উত্তম দেবনাথ।

কেন্দ্রীয় অর্থ কশিনের প্রতিনিধিদল আজ রাজ্য সফরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগাড়িয়ার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের মোট ১৩ জনের প্রতিনিধিদল আজ ত্রিপুরা সফরে আসছেন। এই দলে চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগেরিয়ার স্ত্রী অমিতা পানাগেরিয়াও থাকবেন। রাজ্য সরকারের এক আধিকারীক জানান, তিনদিনের সফরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করবে কমিশন। অর্থ কমিশনের সুপারিশে আগামী পাঁচ বছরের জন্য বিভিন্ন খাতে রাজ্যের অর্থ বরাদ্দ নির্ধারিত হবে। গ্যাপ গ্রান্ট এর জন্য টাকা চেয়ে থাকে রাজ্য। রাজ্যে রাজ্যে কমিশন সফর করে থাকে। আগামী ৩০ শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে ৯ টায় মহাকরনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চন্দ্রপুরে দুর্ঘটনা ঃ সকালে গ্রেফতার, বিকেলেই জামিন অভিযুক্তের, ক্ষুব্ধ মৌমিতার পরিজনেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। চন্দ্রপুরের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ধৃতের জামিন হওয়ায় ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়েছে মৌমিতার পরিজনেরা। এই ঘটনায় পুলিশ সদর কার্য্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে মৃত কলেজ ছাত্রী মৌমিতার পরিজন। পুলিশের বিরুদ্ধে বেশকিছু বিস্ফোরক অভিযোগ জানান তারা।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার রাতে আগরতলা চন্দ্রপুর এলাকায় মনতোষ দেব'র গাড়ির ধাক্কায় মৌমিতা শীলের মৃত্যু হয়, আহত হয় মৃতার পিতা মাতাও। মৌমিতা শীলের মৃত্যুর সার্বিক ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চেয়ে আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী আজ পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন।

পাশাপাশি পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ খুব উগরে দিলেন মৌমিতার আত্মীয় পরিজন। তারা বলেন, অভিযুক্ত মন্তোষ দেবকে গ্রেফতার করার পর লকআপে রাখা হয়নি। পুলিশ তাকে আটক করতে না পারলে তাদের বলে দিলে আত্মীয় রা সকলে মিলে তাকে আটক করার চেষ্টা করত। ২৫ তারিখ রাতের ভয়ংকর দুর্ঘটনার অভিযুক্তকে পুলিশ কোনো বিচার ছাড়া জামিন দেওয়ায় ক্ষুব্ধ মৌমিতার পরিজনেরা। আজ মৌমিতা শীলের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেন্টাল কলেজের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি।। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন পরিকাঠামগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে অবিলম্বে তা সমাধানের জন্য অধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন ডেন্টাল কলেজের অগ্রগতির জন্য ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশেবলি মেনে কাজ করা হবে। তিনি বলেন রাজ্য সরকার জনগণকে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সুযোগ সুবিধার উন্নতিকল্পে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
১৫ মাঘ,বুধবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সেনা শাসনের জল্পনা !

বাংলাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি দিনের পর দিন অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইতেছেন। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার খেসারত দিতে হইতেছে বাংলাদেশের সর্বসাধারণকে। ইউনূসের নেতৃত্বে দেশ পরিচালিত হইলে যেকোনো সময় সেনা শাসন কায়েম হইতে পারে। মহঃ ইউনুসের নেতৃত্বে বাংলাদেশে চলমান ভারত বিরোধী পাকিস্থানপন্থী তদারকি সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়া সংশয় তৈরি হইয়াছে, দেশের সাধারণ মানুষের বড় অংশই প্রকাশ্যেই সেনাপ্রধান ওয়াকারউজ জামানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচন সংগঠনের স্বার্থে সেনা শাসনের পক্ষে মত দিয়াছেন, তারা ইউনুসের পাকিস্থানপন্থী তদারকি সরকার আর চাইছেন না।এদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও জামাতে ইসলামি ও বিএন পির মতভেদের ঘটনায় সংকটেই ইউনুস সরকার। ওয়াকার উজ জামান চীন ও পাকিস্থানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়া বাংলাদেশে সেনা শাসন করিতে চাইছেন বলিয়া জল্পনা। এতে আবার নয়াদিল্লির প্রশাসনিক, রাজনৈতিক নেতারা চিন্তায় পড়িয়াছেন।বাংলাদেশে কি ঘটিতে চলিয়াছে তাহা নিয়ে নানা চর্চা চলিতেছে। নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডানাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসিবার পর যে ডেমোক্র্যাটদের অনুগত ডঃ মহম্মদ ইউনুস সম্পর্কে রাফ-টাফ নীতি নেবেন তাহা নিয়া একমত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা। আপাততঃ সেনা শাসন হইলে যে তাহাতে ওয়াশিংটনের সমর্থন থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য।ভারত সরকার ঢাকার প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও নতুন নতুন পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখিয়া চলিয়াছে। ট্রাম্পের অভিষেকের পর ওয়াশিংটনে মোদী সরকারের বিদেশমন্ত্রী এম জয়শংকর তাহার প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়া মত বিনিময় করিয়াছেন। বাংলাদেশ নিয়া নয়াদিল্লির আগ্রহ ও উদ্বেগকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন জয়শংকর।

সেনা শাসন হইলে যে তাহা নয়াদিল্লির পক্ষে মন্দের ভাল তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সেনা শাসনের পর দ্রুত সুষ্ঠ নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পক্ষে ট্রাম্প প্রশাসনও দাঁড়াইতে পারে। বাইডন জামানায় মার্কিন প্রশাসনের বাংলাদেশ নীতির যে মৌলিক পরিবর্তন চাইবেন ট্রাম্প তাহা নিয়া নিশ্চিত রাজনৈতিক মহল। নতুন মার্কিন প্রশাসন বেগম খালেদা জিয়ার দল বি এন পির শেখ হাসিনার আওয়ামি লীগের মধ্যে জাতীয় সহমত গড়িয়া তোলার পক্ষে। জামাতে ইসলামির মত ইসলামিক চরমপন্থীরা বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ পাক তা চাইছেন না ট্রাম্প প্রশাসন এমনটাই মনে করছেন পর্যবেক্ষক মহল।

নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কের আইসিসি ২০২৪ সালের সেরা মহিলা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন

দুবাই, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ২০২৪ সালের জন্য নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার অ্যামেলিয়া কের আইসিসি মহিলা ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার নির্বাচিত হয়েছেন, লরা ওলভার্ড, চামারি আথাপাথু এবং অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডকে পরাজিত করে তিনি এই সম্মান পেলেন। কে—র হলেন প্রথম নিউজিল্যান্ডার যিনি রাচেল হেইহো ফ্লিন্ট ট্রফি জিতলেন। এছাড়াও প্রথম কিউই যিনি সামগ্রিকভাবে আইসিসি মহিলা ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার পুরস্কার জিতলেন ।

উল্লেখ্য, কের আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৪-এ টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ফাইনালে তিনি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জিতেছিলেন। ২০২৪ সালে ১৮ ম্যাচে ৩৮৭ রান করেছেন এবং ২৯ উইকেট নিয়েছিলেন টি-২০তে। তিনি টি-২০ বিশ্বকাপের সময় ১৫ উইকেট নিয়েছিলেন। এই টুর্নামেন্টের যে কোনও বোলারের চেয়ে সবচেয়ে বেশি। ২০২৪ সালে তিনি যে ৯টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন, কে—র ৩৩ গড়ে ২৬৪ রান করেছিলেন এবং ১৪টি উইকেটও নিয়েছিলেন।

মৌনী অমাবস্যার আগে প্রয়াগরাজে পুণ্যার্থীদের ঢল, নিরাপত্তায় বিশেষ জোর

প্রয়াগরাজ, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে বুধবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সামগ্রিক নিরাপত্তার খাতিরে স্থানীয় প্রশাসন পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পরিকল্পনা কার্যকর করেছে। মেলা চত্বর তিন হাজারের মতো সিসিটিভি ক্যামেরায় সঙ্গে যুক্ত আছে।

৩২৮ টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত ক্যামেরা, ৫০ হাজারেরও বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও। ড্রোনের মাধ্যমে জলের তলদেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণের জন্য এই প্রথম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও মৌনী অমাবস্যার ভিড়ের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসক ও অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ৮০ জন আয়ুষ চিকিৎসকের একটি দলও কুড়িটি ওপিডি কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকেই প্রয়াগরাজে আসতে শুরু করেছেন ভক্তরা। দ্বিতীয় অমৃতস্নান উপলক্ষ্যে আসছেন ভক্তরা।

ভারত এখন জনগণের আশা-আকাঙ্খায় উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে : প্রধানমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারত এখন কোটি কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্খায় উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আয়োজিত 'উৎকর্ষ ওড়িশা - মেক ইন ওডিশা কনক্লেভে' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন এআই-এর যুগ, সবাই এআই সম্পর্কে কথা বলছে। যাইহোক, ভারতের আকাঙ্খা, শুধু এআই নয়, আমাদের দেশের শক্তি। মানুষের চাহিদা পূরণ হলে আকাঙ্খা বাড়ে। গত এক দশকে দেশ কোটি কোটি মানুষের ক্ষমতায়নের সুফল প্রত্যক্ষ করেছে। ওড়িশা একই আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন "মেক ইন ওড়িশা" প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছেন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিও। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি পূর্ব ভারতকে দেশের উন্নয়নের ইঞ্জিন হিসাবে বিবেচনা করি এবং এতে ওড়িশার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী যে যখন বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধিতে ভারতের একটি বড় অংশ ছিল, তখন পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পূর্ব ভারতে দেশের প্রধান শিল্প কেন্দ্র, প্রধান বন্দর এবং বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ওড়িশা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার প্রাচীন বন্দরগুলি ছিল ভারতের প্রবেশদ্বার।'

যন্ত্রনা, ক্ষুধা – খাদ্য ও উদ্বাস্তু রন্ধনের একটি ইতিহাস

চল, তাড়াতাড়ি কর,
আর দেরি নয়, বেরিয়ে পড়
বেরিয়ে পড় এখুনি।
ভোররাতের স্বপ্নভরা আদুরে
ঘুমটুকু নিয়ে
আর পাশে ফিরতে হবে না।
উঠে পড় গা ঝাড়া দিয়ে,সময়
নেই-
এমন সুযোগ আর আসবে না
কোন দিন।
বাছবাছাই না ক'রে হাতের কাছে
যা পাস
তাই দিয়ে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে
নে হুট ক'রে।
বেড়িয়ে পড়,
দেরী করলেই পস্তাতে হবে
বেরিয়ে পড়-

ভূষণ পাল গোটা পরিবারটাকে ঝড়ের মতো নাড়া দিলে।

হ্যাঁ, তারা উদ্বাস্তু হয়েছিল। ১৯৪৭, ১৯৫০—৫১, ১৯৬১-৬৪, ১৯৭০ — ৭১ এবং আজও তারা উদ্বাস্তু হয়ে আসছে। কত কাল, কত যুগ , কত ক্ষুধার জ্বালা কেটে গেছে তারা উদ্বাস্তু হয়ে আসছে। তারা জেনেছে ছিন্নমূল শব্দের অর্থ। তারা ফেলে এসেছে গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখ পাখালি, অজস্র জলধারায় ঘেরা এক ভূখণ্ডকে। অখণ্ড দেশটা ভাগ হয়ে তার নাম পাল্টে গেল। মানুষ গুলোর আর নিজস্ব বলে কিছু থাকল না। কত রাজনৈতিক কৌশল, কত কুটিল ষড়যন্ত্র, কত মানুষ চাইল ক্ষমতায়ন। বাঙ্গালী হিন্দু কেবল বসে বসে অখন্ডকে খণ্ড হতে দেখল। কিছু মানুষ কেবল নিজ স্বার্থে একটা অদ্ভুত নামকে মেনে নিল। কেউ কেউ গলা তুলে গাইল নতুন দেশের গান। কিন্তু হায় বাঙ্গালী হিন্দু ,তার ঘরখানি যে যেতে বসল তার খবর কে রাখল ? যারা গাছ, বন, জঙ্গলের ভিতর নীলকণ্ঠ পক্ষীর খোঁজ করত , তারা একদিন হারিয়ে গেল। কোথায় গেল কেউ জানে না ?

তবে কিনা স্বাধীনতার একবছর আগে থেকেই সেই কালবেলা সূচনা হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা চলে আসতে শুরু করল স্বাধীনতার এক বছর আগে ছেচল্লিশের দাঙ্গা সময় থেকে। সম্পন্ন হিন্দু পরিবার মেয়েদের সম্মান রক্ষার কারণে তখন থেকেই চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাকিছু সম্পত্তি বিক্রি করে এই বঙ্গে এসে আশ্রয় করতে পেরেছিলেন কয়েকজন , আবার অনেকেই পারেননি। স্বাধীনতার পরেও অনেকে পূর্ববঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন এই আশায় যে আবার সব আগের মত হয়ে যাবে.. কিন্তু দুঃখের বিষয় আবার সব আগের মত হয়নি !

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রথমে প্রবল ভাবে ভারত ভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং- এর বীভৎসতার পর বাংলার আইনসভায় তার বক্তৃতা ছিল স্মরণীয়। যেখানে তিনি "পাকিস্তান কে নির্বোধ এবং অসত্য ধারণা "বলেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু বাঙ্গালীর হোম ল্যান্ড বিষয়টি কতটা জরুরি। দাবি করলেন তিনি সেই হোম ল্যান্ড, ২০ শে জুন ১৯৪৭, তারিখে বঙ্গীয় আইনসভা বাংলা ভাগের স্বপক্ষে রায় দিল। জন্ম হল বাঙ্গালী হিন্দুর এক ও অন্যতম হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের। সকল ক্ষত, অপমান, যন্ত্রনা নিয়ে সীমানা পেরিয়ে অজস্র হিন্দুর শেষ আশ্রয় স্থল হল সেই হোমল্যান্ড।

দেশান্তর আর ধর্মান্তর দুজনেই সমার্থক। এই দুই হওয়া মানে নিজের হৃদপিণ্ডকে খুলে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলে দেওয়া। পূর্ববঙ্গ থেকে হঠাৎ বাস্তুচ্যুত হয়ে অসংখ্য মানুষ বাঙালি হিন্দুর হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা রাখল। সকলে মানিয়ে নিতে বাধ্য হল নতুন আর্থ , সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা। তারসঙ্গে , তাদের অবশ্যই শুরু হল এক কঠিন সংগ্রাম। ফেলে আসা সাত পুরুষের গড়া ভিটেমাটি, ভূসম্পত্তি, চেনা জীবন ,সুখ-দুঃখ ,আনন্দ উৎসব এমনকি তিল তিল করে রপ্ত করা সংস্কৃতি কৃষ্টিকে ছেড়ে আসার বেদনাভরা স্মৃতি। অন্যদিনে প্রতিদিনের রূঢ় বর্তমান বাস্তবের মুখোমুখি নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষের সঙ্গে। অনেক ক্ষেত্রেই "রিফিউজি", "বাঙাল" বলে উপেক্ষা। অনাদর মুখ বুজে সহ্য করে অস্তিত্বরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি নিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নারী-পুরুষ অনেক উঁচু-নিচু বন্ধুর পথ পেরিয়ে একটু একটু করে গড়ে তুলেছে নতুন সংস্কৃতি।

কত দূর দিগন্তের পথ-
এখান থেকে নৌকা ক'রে স্টিমার
ঘাট
সেখান থেকে রেলস্টেশন-কী
মজা, আজ প্রথম ট্রেনে চাপাবি,
ট্রেন ক'রে চেকপোস্ট,সেখান
থেকে পায়ে হেঁটে-পায়ে
হেঁটে-পায়ে হেঁটে-
ছোট ছোলেটা ঘুমমোছা চোখে
জিজ্ঞেস করলে,
সেখান থেকে কোথায় বাবা?
কোথায় আবার! আমাদের নিজের
দেশে।
ছায়াঢাকা ডোবার ধারে হিজল
গাছে
ঘুমভাঙা পাখিরা চেনা গলায়
কিচিরমিচির করে উঠল।

যেসব মানুষরা ভেবেছিল দেশটা ভাগ হলেই, দেশের নাম পাকিস্তান হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে,আবার আগের মত হয়ে যাবে, আবার সব মিলে মিশে যাবে তারা কিন্তু বাস্তবে অন্য চেহারা দেখে ছিল। তারা দেখেছিল সংখ্যালঘু হয়ে অকথ্য নির্যাতনকে, নিঃশ্বাস নিতে ভয় হবার মতো দুঃস্বপ্নকে, নারী নির্যাতন, জোর করে সম্পত্তি দখলকে.এসব কিছু ধীরে ধীরে গ্রাম জনপদকে অস্থির করে তুলেছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি হয়েছিল দাঙ্গা হাঙ্গামা, ভীতি প্রদর্শনের ছোট-বড় ঘটনা। ফলত, প্রাণ ও মান বাঁচানোর তাগিদে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা চিরকালের মতো বাস্তু ত্যাগ করে আসবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল।

দেশভাগ হবার পর থেকেই শিয়ালদা স্টেশন , ক্যাম্প ,কলোনিতে বাস্তু ত্যাগী মানুষের ভিড় ক্রমেই প্রতিদিন বাড়তে লাগলো। শুরু হলো উদ্বাস্তু মানুষের দুর্বিষহ জীবন যাপন ও পূর্বতন সুখ স্মৃতি রোমন্থনের বেদনা। নতুন করে বেঁচে ওঠার জন্য নতুন করে লড়াই, নতুন করে অস্তিত্বের সন্ধান, জীবনের ইতিবাচক মূল্যবোধের নতুন করে অনুসন্ধান। এখানে বলা উচিত এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের সর্বস্তরের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে সেই লড়াই বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। পরিবারের সকলকে ভালোরাখার ক্ষেত্রে , অর্থনৈতিক- সামাজিক - পারিবারিক নির্ভরতায় তারা যে বড় অংশীদার সেটা প্রমাণিত হয়েছিল। ঠিক যেমন, "মেঘে ঢাকা তারা"- র নীতা, নরেন্দ্র মিত্রের "অবতরণিকা" গল্পের আরতি. এছাড়াও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "কাঠগোলাপ", সমরেশ বসুর "পসারিণী" গল্পের সব কিছু পিছুটান ফেলে মেয়েরা জীবন যুদ্ধে এগিয়ে গিয়েছে।

যাত্রাভিনেত্রী বীণা দাশগুপ্ত, জোৎস্না দত্ত, ক্যাবারে ডান্সার মিস শেফালি, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় সব রক্ষনশীলতার ভেঙে কাজের জগতে অর্থ উপার্জন করে সেই কালবেলায় নতুন পথের দিশারী হয়েছিলেন। উদ্বাস্তু মেয়েরা কর্ম সম্পাদন করে করালরূপী অলক্ষ্মীকে তাড়িয়ে লক্ষ্মীকে জয় করেছিল। মেয়েরা নিজের নিজের কলোনিতে মহিলা সমিতি গঠন , বিদ্যালয় গঠন ও পরিচালনা , নিজে শিক্ষিত হয়ে অন্য মেয়েদের শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের এগিয়ে নিয়ে যাবার পরিকল্পনায় বিদ্যালয় স্থাপন , সেলাই ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। সেদিন তারা অপ্সমারকে পরাজিত করে বিদ্যাকে লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ছায়াঢাকা ডোবার ধারে হিজল গাছেঘুমভাঙা পাখিরা চেনা গলায় কিচিরমিচির করে উঠল।জানালা দিয়ে বাইরে একবার তাকাল সেই ছোট ছেলে,দেখলে তার কাটা ঘুড়িটা এখনো গাছের মগডালেলটকে আছে,হাওয়ায় ঠোক্কর খাচ্ছে তবুও কিছুতেই ছিঁড়ে পড়ছে না।ঘাটের শান চ'টে গিয়ে যেখানে শ্যাওলা জমেছেসেও করুণ চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করছে, কোথায় যাবে?হিজল গাছের ফুল টুপ টুপ ক'রে এখনো পড়ছে জলের উপর,বলছে, যাবে কোথায়?

বাস্তুত্যাগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের ক্ষুধা। নিঃস্ব অবস্থায় বুকের মধ্যে গৃহদেবতাকে লুকিয়ে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের ভিটে ফেলে, বনজঙ্গল, নদীনালা পেরিয়ে, কচুরী পানায় নিজেকে লুকিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে কিংবা ট্রানজিট ক্যাম্প কলোনিতে হিন্দু বাঙ্গালী হাজারে হাজারে আসতে শুরু করেছিল।তারা ক্ষুধার্ত, পথশ্রান্ত , ক্লান্ত , নিরাশ্রয়। সে এক নিদারুণ যন্ত্রণা। তাদের খাদ্য ছিল চিঁড়ে , গুড় আর দিনে দুটাকা ডোল। দড়ি দিয়ে ঘেরা সীমানায় গাদাগাদি করে থাকা ,পানীয় জল, অন্য ব্যবহার্য্য তুলনায় সামান্য। রাস্তায় যারা ত্রিপল খাটিয়ে থেকেছে বেলেঘাটা খালপুলের ধারে বা মৌলালির কোণে তারা রাস্তার কাঠ কুটো জোগাড় করে ইঁটের উনুনে আগুন জেলে সামান্য খাদ্য (যাকে অখাদ্যই বলা উচিত) পরিবার সন্তান-সন্ততির মুখে তুলে দিয়েছে। শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় পেয়েছে যারা তাদেরও একই দশা। কাশী বিশ্বনাথ সমিতির দেওয়া জল , স্বেচ্ছাসেবী দলের তৈরি খিচুড়ি তাদের ক্ষুধার খাদ্য, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এরসঙ্গে ছিল চল্লিশের দশকের মন্বন্তরের সুদূরপ্রসারী প্রভাব। চালের দাম আকাশছোঁয়া। বস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের সংকট হাত ধরাধরি করে এসে উদ্বাস্তু মানুষ গুলোকে আরো বিপর্যস্ত করে তুলেছে। তবু পশুর মত জীবন যাপন করে তারা হার মানেনি। তারা বাঁচতে শিখেছে।

শেষপর্যন্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসন পেয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চেষ্টায় বিজয়গড় , বাঁশদ্রোনী , বাঘাযতীন কলোনি গড়ে ওঠে। পাশাপাশি দমদম ,বেলঘড়িয়া , সোদপুর ইত্যাদি স্থানেও গড়ে উঠেছিল অজস্র কলোনি। আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার একেকটি শক্তিপীঠ হয়ে উঠেছিল কলোনী গুলি। দম্পতি , নারী , পুরুষ ও তাদের ছেলে মেয়েরা সকলে হাতে হাত লাগিয়ে হোগলার বেড়া, বাঁশের খুঁটি দিয়ে এক কামরার মাথা গোঁজার ঘর তুলেছিল। বেড়া দিয়ে চৌহদ্দি সীমানা তৈরি করে মেয়েরা ঘরের মাচায় তুলেছিল লাউ কুমড়োর লতা। পুকুর থেকে কলমি শাক, হিংচে শাক জোগাড় করে বহুদিন পরে স্বাদ বদলের চেষ্টা করেছিলেন উদ্বাস্তু মা — ঝি — বউরা। সেদিন দুঃখের ভাত অমৃত হয়ে উঠেছিল বহুদিন অখাদ্য খাওয়া মানুষগুলোর নিকট। কলোনিতে অতিবাহিত কষ্টের জীবনে স্থানাভাবের চেয়ে খাদ্যাভাবের কষ্ট ছিল বড়ো প্রবল। তবু সবকিছুকে মানিয়ে মা-মেয়ে বউ সকলে মিলে দুঃখের ভাত হাসিমুখে পরিবেশন করতে দ্বিধা করত না।

তারপর একটু দূরেই মাঠে কালো
মেঘের মত ধান হয়েছে-
লক্ষীবিলাস ধান-
সোনা রঙ ধরবে ব'লে। তারও
এক প্রশ্ন- যাবে কোথায়?
আরো দূরে ছলছলাৎ পাগলী
নদীর ঢেউ
তার উপর চলেছে ভেসে
পালতোলা ডিঙি ময়ূরপঙ্খিবলছে,
আমাদের ফেলে কোথায় যাবে?
আমারা কি তোমার গত জন্মের
বন্ধু? এ জন্মের কেউ নই? স্বজন
নই?

সেমন্তী ঘোষ সম্পাদিত "দেশভাগ : স্মৃতি ও স্তব্ধতা" গ্রন্থে অরবিন্দ নগর , বিজয়গড় কলোনির বাসিন্দা উজ্জ্বলা চক্রবর্তী সেই উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রনা অকপটে স্বীকার করেছেন।

"আমার বিয়ে হয়েছিল পঞ্চাশ সালে। আমার তখন কত বয়স? ১৪ হবে। ওরা নোয়াখালির। একইভাবে দাঙ্গার পরে রিফিউজি হয়ে চলে এসেছিলেন। আমার বিয়েটা খুব ছোট করেই হয়। তখন বলত মেয়ে তুলে নিয়ে বিয়ে করা। আমার হয়েছিল তাই।. এসে উঠলাম অরবিন্দ নগর কলোনিতে। বিরাট সংসার , সব মিলিয়ে ১৬-১৭ জন। জায়েদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সব কাজই করতাম। জলখাবারে রুটি তরকারি হতো।. তারপর রান্নাবান্না — ডাল তরকারি তিতা মাছ। খেতে খেতে সাড়ে তিনটে তিনটে। তখন আর তরিতরকারি বেশি থাকত না। ওই জন্য করতাম কি , রান্না হওয়ার পরে সবজি যত খোসা টোসা থাকত সেগুলো দিয়ে চচ্চড়ি মত বানাতাম. ওইটা আমার জায়েরা খেতাম। রাতে অনেক সময় বড় জা তেঁতুল — চিনি দিতেন। ওই মেখে খেতাম। সন্ধ্যেবেলার খাবার চা, মুড়ি মাঝে মাঝে নারকোল কোরা। রেশনে চাল পেতে সমস্যা হচ্ছিল।"

তাড়াতাড়ি কর- তাড়াতাড়ি কর-
ঝিকিমিকি রোদ উঠে পড়ল যে।
আঙিনায় গোবরছড়া দিতে হবে না,
লেপতে হবে না পৈঁঠে-পিঁড়ে, গরু
দুইতে হবে না, খেতে দিতে হবে
না, মাঠে গিয়ে বেঁধে রাখতে হবে
না। দরজা খুলে দাও, যেখানে খুশি
চলে যা'ক আমাদের মত। আমাদের
মত! কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?
তা জানিনা। যেখানে যাচ্ছি সেখানে
আছে কী? সব আছে। অনেক আছে,
অঢেল আছে- কত আশা কত বাসা
কত হাসি কত গান কত জন কত
জায়গা কত জেল্লা কত জমক।

যদিও আমার শ্বশুর ছিলেন উদ্বাস্তু পরিবারের এবং আমার পিসি শ্বাশুড়ি প্রমুখের নিকট শুনেছি যে , তাঁদের ওইটুকু বিলাসী খাদ্যও একটা সময় জুটতো না। একবেলা আধপেটা খেয়ে থেকেছে। বিয়ের সময় মালা কেনার ক্ষমতা ছিল না। তাই গাছের ফুল পেড়ে মালা গেঁথে পিসিমার বিয়ে হয়। আলুর খোসা ভাজা দিয়ে সকালে ভাত খেলে রাতে তার পাতে একটি কি দুটি রুটি পড়ত। একবেলা ফ্যান জুটলে অন্যবেলাস্তু জল খেয়ে কাটানো হত। কপির পাতা থেকে কুমড়োর দানা কেউই ফেলা যেত না। বাস্তুহারা জীবনের ঘর গেরস্থালির ও অতি সাধারণ থেকে নিম্নমানের খাদ্য ব্যঞ্জনের বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয় টানাটানির সংসারে মেয়েদের সহনশীল কর্মপটুতার পরিবার পরিজনকে আপ্রাণ ভালোরাখার চেষ্টা। এসব আলোচনা হয়ত অন্তরালে বেদনাও পাঠককে সচকিত করবে।

আসলে দুঃসময়ের খরতাপে বাস্তুহারা পরিবারের মেয়েরা অভাবকে অতিক্রম করে কঠিন অনায়াসে রপ্ত করে যতটা পেরেছে পরিবারকে স্বাচ্ছন্দ্য সুখ দিতে চেয়েছে। তারা জানে , তাদের পূর্ব প্রজন্মের বাবা ভাই আত্মীয়-স্বজনের ভিটেমাটিতে খাদ্যাভাব ছিলনা মধ্যাহ্নের আহার তালিকায় মা , মাসি, ঠাকুমা, দিদারা পাত সাজিয়ে দিতেন, "পানকাইজ চালের ভাত, গাওয়া ঘি, আলু বেগুন আর পটল ভাজা, ঘন মুগের ডাল , পাবদা মাছ, বড় বড় কই , চিতল পেটির তিন পদ। সরওয়ালা ঘন দুধ আর মোহন ভোগ দিতেন শেষপাতে। সেসব চিরতরে হারিয়ে গেছে। নয়তো মনে হয় অলীক , অপার্থিব সব দিনগুলি। "

একটা সময় সারা বাজার ঘুরে বেড়িয়ে মাঝবেলায় বাজারের পড়তি ঝরতি জিনিস, একটু পেট ফোলা মাছ, মুরগী পাঁঠার নাড়িভুঁড়ি, গলা, মাথা , এমনকি পুকুর থেকে ধরা গেঁড়ি গুগলি কিনে এনে সন্তানদের মুখে ছদ্মখাবার তুলে দিতে হত। সেদিনও মা দিদিমারা পুরনো দিনের সুখের স্মৃতি বুকে চেপে ধরে সেই সব অখাদ্যগুলিকে তাঁদের হাতের অন্নপূর্ণা ছোঁয়ায় খাদ্যে পরিণত করেছেন। ২০১৯ সালের ৩ রা আগস্ট শনিবার একটি বিশেষ সংবাদপত্রের পাতায় সেলেব কিচেন কলমে বিখ্যাত সেলেব , যিনি সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজের সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি আলু পটলের চোকলা ভাজার রেসিপি দিতে গিয়ে নিজের অতীতের কথা জানিয়েছিলেন।

"ওপার বাংলার মানুষ এপার বাংলায় এসে আর্থিক অনটনের মুখোমুখি হয়। তাদের সহজাত অভ্যাস তৈরী হয়ে যায় সবজির সবটুকু দিয়ে রান্না করার। কিছু যাতে ফেলা যায়, সেদিকে নজর রাখা। আমার বাড়ি ও তার ব্যতিক্রম নয়। বাড়িতে ছোটবলায় লাউ আনা হলে তা দিয়ে লাউ ঘন্ট যেমন হতো ,আবার একই সঙ্গে হত লাউয়ের খোসা ভাজা। এই তরিতরকারি সাধারণত বাতিল দিয়ে নানা রকম রান্না আমায় ছোটবেলা থেকেই আকৃষ্ট করত। ছোটবেলায় দিদিমাকে দেখেছি একধরনের সান ড্রায়েড আলু ভাজা করতে। আলু কুচি কুচি করে কেটে জলে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে ভেজা খবরের কাগজের ওপর ফেলে রোদ রাখতেন দিনকয়েক। আলু শুকিয়ে গেলে তারপর সাদা তেলে ভেজে খাওয়া হতো। একরকম নয়, বাড়িতে আলুভাজা রকমফের হত পাঁচ সাত রকম। দিদিমার কাছ থেকেই শিখেছি মেঘ দেখে ডাল রান্না করা। যেমন — পরিষ্কার আকাশ থাকলে বিউলির ডাল। আবার ,বর্ষাদিনে হত চালডালের পাতলা খিচুড়ি। .কত সামান্য তেল মশলা দিয়েও রান্নার স্বাদ বদল হয়, তাও শিখেছি।"

সেখানকার নদী কি এমনি
মধুমতী?
মাটি কি এমনি মমতামাখানো?
ধান কি এমনি বৈকুণ্ঠবিলাস?
সোনার মত ধান আর রুপোর
মতো চাল?
বাতাস কি এমনি হিজলফুলের
গন্ধভরা
বুনো-বুনো মৃদু মৃদু?
মানুষ কি সেখানে কম নিষ্ঠুর কম
ফন্দিবাজ কম সুবিধাখোর?
তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি
করো-
ভূষণ এবার স্ত্রী সুবালার উপর
ধমকে উঠল:

কী কত বাছাবাছি বাঁধাবাঁধি করছ, সব ফেলে ছড়িয়ে টুকরো-টুকরো ক'রে এপাশে-ওপাশে বিলিয়ে দিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলো, শেষ পর্যন্ত চলুক থামুক ট্রেনে গিয়ে সোয়ার হও,

সোয়ার হতে পারলেই নিশ্চিন্তি। আসলে বাঙ্গালী ভোজন শিল্পী। আর বাঙ্গালী মা ঠাকুমা দিদিমারা পরম্পরাগত ভাবে সুগৃহিনী, রন্ধন পটিয়সী।বাঙ্গালী মেয়েরা নিত্যকর্মটিকে আনন্দের সঙ্গে অভিনব প্রণালীর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। দুঃখ কষ্টের সময় , বাস্তুহারা জীবনেও হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে সেই পটুত্বে কষ্টের সংসারে আলোর ঝর্ণা বইয়ে দিয়েছিল। হতাশার মধ্যেও তারা আশায় বুকবেঁধে ছিল। "জীবনের জলছবি" গ্রন্থে আঠারো উনিশ অধ্যায় কথা সাহিত্যিক প্রতিভা বসু পিতা-মাতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন " সবচেয়ে বড় কথা এত কাণ্ডের পরও দাঙ্গার অবসান ঘটল না। কাতারে কাতারে সহস্র সহস্র হিন্দু পালিয়ে এসে এ পিঠে ভাঙা ভারতের পথে বসলো। তার মধ্যে কেউ বাঁচলো কেউ মরল। কলকাতা শহরে ছেয়ে গেল মানুষে মানুষের। ছোট-বড় ধনী-নির্ধন জাতি-নির্বিশেষে শ্মশানে যাবার পূর্বেই, এক হয়ে গেল বিপদের স্রোতে ভেসে।তাদের নাম হলো উদ্বাস্তু, রিফিউজি।

আমার পিত্রালয় এই নামের অন্তর্গত হলেন। তারা প্রাণে কেউ মরলেন না বটে তবে ধনে এবং মানে তাদের অবস্থা মৃত্যুর অধিক হলো। . তাঁরা আসার অব্যহতি পরেই সাংঘাতিক থেকে দাঙ্গা লেগে গেল ঢাকাতেওঁরা আর ফিরতে পারলেন না। বাবা পড়লেন বিপাকে। ঢাকা থাকতে বিলাসিতার অভাব ঘটলেও ঘটতে পারত, কিন্তু চাল আর ডালের অভাব ছিলনা। সে খাদ্যই তো জমিদারি থেকে আসত।. আমি বাবাকে বিশেষভাবে বলেছিলাম তুমি বাড়িটা বদলে নাও। বাবাকে বলতেন," দুৎ পাগল নাকি, এরকম মারামারি থাকবে নাকি চিরদিন ! থামলো বলে। থামলেই আমরা ঢাকায় চলে যাব। এখানে না হয় বাড়িটা বদল করলাম? খাবোটা কি? ওখানে গেলে তো আমাদের খাবার অভাব নেই। কি মস্ত বাড়ি, ধান , চাল ,ডাল ,চিনি ,নারকেল নিজেদের ভেড়ি, মাছের অভাব কি? তাঁরা আর ফিরতে পারলেন না। দেশভাগ তাঁকে ধনে প্রাণে নিঃস্ব করে দিল। শুধু অতীত সুখের স্মৃতি, সুখ খাদ্যের স্মৃতি , সম্পদের স্মৃতি তাঁদের মনের মধ্যে উথাল পাথাল করে তুলেছিল। "বাঙ্গালী অন্নময় প্রাণ, অন্ন ব্যঞ্জনের স্বাদুতা তাদের হৃদয়ে মস্তিষ্কে। হৃদয়হরণকারিনী বঙ্গনারী যুগ যুগধরে সুস্বাদু ভোজন ব্যঞ্জনের স্বাদুতায় তাই সামান্য উপাদানকে অসামান্য শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে জানত। আশ্রয়চ্যুত হলেও তাদের যুগ যুগ ধরে পরম্পরায় চর্চিত শিল্পশৈলীকে কেউ ধ্বংস করতে পারেনি। উক্ত কথা মনে রেখেই বুদ্ধদেব বসু একটি বই লিখেছিলেন , "ভোজন শিল্পী বাঙালি।" তার কোথাও গিয়ে মনে হয়েছিল যে বাঙ্গালী রান্নার ধ্রুপদী ধারাটি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। ঐতিহাসিক কারণে তার একটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করা উচিত। যদি আজ কালগ্রস্ত হয়ে থাকে — আর লক্ষণ যদি দেখে তাই মনে হচ্ছে তাহলে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকার প্রয়োজন আছে। কেননা পরিবর্তন জীবনের একটি নিয়ম হলেও পরিবর্তনও পরিবর্তনের অধীন। ইতিহাস ও পূর্বপুরুষের স্মৃতির মধ্যেই ভবিৎব্য নিহিত থাকে।

"বিষাদ বৃক্ষ" — র মিহির সেনগুপ্ত দেশভাগ এবং দেশত্যাগের ওদের সূচনাপর্বে বয়সে ছোট এবং ওপার বাংলার বাসিন্দা। তিনি ও তার পরিবারের সকলে ছয়ের দশকের গোড়ায় এপার বাংলায় আসেন। তাঁরা ছিলেন পিছরাখালের বাসিন্দা। আইয়ুব খানের শাসনকালে সংখ্যালঘু হিন্দুরা দেশত্যাগ নিশ্চিত বলে মনে করে। তখন সেখানে চাল সংকট ,খাদ্যাভাব। আটান্ন সালে সাত টাকা কাঠিচাল বিক্রি হতে লাগলো চল্লিশ পঞ্চাশ টাকায়। তখন সম্পন্ন তাঁদের পরিবারের ভগ্নদশা। তালুকদারি নেই। বিষয় আশয় বিক্রি করে সংসার চলছে। দেশে দুর্ভিক্ষ। হাভাতে মানুষ ভাতের আশায় তাঁদের বাড়ির লঙ্গরখানায় ভিড় জমাচ্ছে। আমেরিকা রিলিফের টন টন চাল পাঠাচ্ছে। কিন্তু সবজি, তেল , মশলা কোথায়, লেখকের স্মৃতিতে জানা যায় , তাঁর মা পাকশালার হাল ধরে এত মানুষের জন্য ব্যঞ্জন তৈরি করছেন। মার্কিন চালের ভাতের সঙ্গে খারকোল বাটা, খেসারির বড়া, শাপলা চচ্চড়ি, শাপলা ঘন্ট, চাডকাডা শাক, আক্রা ডগার ঝোল, সজনে ফুলে পাতরি, মালঞ্চ শাক, গিমা বেগুন , তেলাকুচোর ডাঁটার সঙ্গে মুগ ডালের ছেঁচকি, লাউ বা ছাচি কুমড়োর খোলা ভাজা এবং আরও অনন্ত পদ যেন আদৌ খাপ খায়না। এই কারনে ভোক্তারা এই সাহেবি চালকে চাল বলে যেন ভাবতেই পারেনা। ভোক্তারা সবাই বলে ,"ক্যামনতারা য্যান ঠেহি, রবাট , রবাট। চিবাই ঠিকই। ভাত বলইয়া মালুম অয় না। সোয়াদ কইতে যেন কিচ্ছু নাই। " এখানের নানা সুস্বাদু চালের স্বাদ এবং ঘ্রাণ , এইসব বিভিন্ন অনুষঙ্গ যাদের জিভে, নাকে এবং মস্তিকে গ্রথিত আছে , তারা কি এই মার্কিনি রবাট চালের সোয়াদে তুষ্ট হতে পারে?

বুদ্ধদেব বসু বলে লিখেছিলেন মৎস্যকুলরাজ মহান ইলিশ- সে এক দেহে এতটা প্রতিভা ধারণ করে যে, শুধু তাকে দিয়েই তৈরি হতে পারে পঞ্চপদী নানা স্বাদযুক্ত ভোজনের মত ভোজন — যদি অবশ্য ভাগ্যে জোটে যথাযোগ্য রন্ধনকারী বা কারিণী। আরম্ভে এলো মুড়োর সঙ্গে স্নিগ্ধ লাউ, তারপর ঝরতি পড়তি কাঁটা দিয়ে রাঁধা ঘন মুগডাল, সঙ্গে কালচে ব্রাউন কড়কড়ে করে ভাজা গল কাঁটা। তৃতীয় দফায় কাঁচা কুমড়ো কালোজিরে ছিটানো পাতলা ঝোল — কুমড়ো , মাছ দুটোই থাকবে অনতি পক্ক। আর বাঙাল ভাষায় যাকে বলে "লুকা" সেই বস্তুও যেন সমাদৃত হয় — কেননা ইলিশই একমাত্র মাছ যার যকৃৎটিও উপাদেয়। চার নম্বরে এলো সর্ষপমন্ডিত তপ্ত বাষ্পাকুল ভাতে অথবা কলাপাতায় মোড়া পাতুরি।আর সবশেষে, জিভ জুড়োবার জন্য চিনি মেশানো পাতিলেবুর একটা ঠান্ডা অম্বল — যাতে বিন্দুবিন্দু কালোজিরা আর দু-একটা কাঁচালঙ্কার সঙ্গে ইলিশের ওঁচা অংশ ল্যাজার দিকটা ভাসমান — রান্নার গুনে সেই অধমও এখন উত্তম। কিন্তু সে সব অতীতের কথা। সেই জগৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় কেটে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পর অখন্ড ভারতকে দ্বিখন্ডিত করার পর, বাস্তু থেকে হিন্দুদের খেদিয়ে দেবার , বুদ্ধিজীবীদের কথায় ভূগোল বিপ্লবের পরে এতদূর বিধ্বস্ত হয়েছিল বৃদ্ধদের আয়ু ফোরালে তার বিলুপ্তি অবধারিত বলে ধরা হত, এবং এখনো হয়। কথাটা সত্যি বাস্তুচ্যুত হবার ফলে সেইসব ফেলে আসা রন্ধন শৈলী এখন স্মৃতিকথা। সত্তা জুড়ে তার জন্য বেদনা। নির্গলিত বেদনাশ্রু নিয়ে কলোনির ঘরে মা দিদিমারা অসহায় ভাবে ভাত, ভাতে ভাত, যাহোক দুটো রেঁধে খাদ্যের যোগান দিয়েছিলেন।

চারধারে কী দেখছিস?
ছেলেকে ঠেলা দিল ভূষণ-
জলা-জংলার দেশ, দেখবার
আছে কী!
একটা কানা পুকুর
একটা ছেঁচা বাঁশের ভাঙা ঘর
একটা একফসলী মাঠ
একটা ঘাসী নৌকো-
আসল জিনিস দেখবি তো চল
ওপারে,
আমাদের নিজের দেশে, নতুন
দেশে,
নতুন দেশের নতুন
জিনিষ-মানুষ নয়, জিনিস-
সে জিনিসের নাম কী?
নতুন জিনিসের নতুন
নাম-উদ্বাস্তু।

দুর্গেশনন্দিনী

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘স্বচ্ছতা অভিযান’, ’এক পেড় মা কে নাম’, ’নেশামুক্ত ভারত অভিযান’ নিয়ে সিবিসি-র উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

আগরতলা , ২৮ জানুয়ারি ২০২৫: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল বুরো অফ কমিউনিকেশনের (সিবিসি)-এর উদ্যোগে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুটিয়া ব্লকের লক্ষীলুঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন দুর্গাবাড়ি চা বাগানে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ, স্বচ্ছতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সামাজিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে এই সচেতনামূলক অনুষ্ঠানে ‘স্বচ্ছতা অভিযান’, ’এক পেড় মা কে নাম’, ’নেশামুক্ত ভারত অভিযান’ এই তিনটি সামাজিক উন্নয়ন বিষয় ঘিরে বিভিন্ন কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষ্যে, ’এক পেড় মা কে নাম’ কর্মসূচিতে চা বাগানের কার্য্যালয় চত্বরে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। বৃক্ষরোপন করেন প্রাক্তন বিধায়ন কৃষ্ণধন দাস, প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ভগিনীরা এবং সিবিসি-র আধিকারিক ও কর্মীরা। এই অনুষ্ঠান স্থানীয় পরিবেশের উন্নতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্দীপনা এনে দেয়। পরিবেশকে পরিছন্ন রাখার মাধ্যমে পরিবেশ ও নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার আহবান রেখে ওই এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযানও করা হয়।

বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় দুর্গাবাড়ি চা বাগানের বীরসা মুন্ডা কমিউনিটি হলে। অনুষ্ঠানে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। অনুষ্ঠানে শ্রী দাস বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আহবানে এবং দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বচ্ছতা অভিযান সারা দেশে প্রতিটি পরিবারের কাছে অনুশীলনের বিষয় হয়ে উঠেছে এবং এরই মাধ্যমে এই পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস আজ সারা দেশে জন আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। স্বচ্ছতা অভিযান নিয়মিতভাবে করার ফলে, টাইফয়েড ডায়েরিয়ার মতো রোগের প্রকোপ এখন প্রায় নেই বললেই চলে। এতে গ্রামীণ এলাকার পরিবারদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। মায়ের নামে বৃক্ষরোপনের তাৎপর্য্য ও এর গভীরতা সাধারণ মানুষকে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে এ সম্পর্কেও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা দেন তিনি।

স্বচ্ছতা অভিযান কিভাবে দেশের গ্রামীণ পরিবারের স্বাস্থ্য ও অর্থিনীতিতে যে ইতিবাচক প্রভাব বয়ে এনেছে এসম্পর্কে বিভিন্ন সমীক্ষার উল্লেখ আলোচনা করেন সিবিসি-র উপ-অধিকর্তা শ্রী শুভাশিস চন্দ। আলোচনা করেন ব্লকের ওয়েলফেয়ার সুপারভাইসার শ্রী সুজিত পাল, কোঅপারেশন দফতরের আধিকারিক শ্রী হারাধন দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দূরদর্শন কেন্দ্রের সহকারী অধিকর্তা শ্রী কুনাল শিন্ধে, সিবিসি-র ক্ষেত্রপ্রচার আধিকারিক শ্রী এইচ.কে. চাঙ , দুর্গাবাড়ী টি এস্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটির-র ম্যানেজার শ্রী আশিস অধিকারী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আলোচকরা স্বচ্ছতা ও প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষ রোপন করার উপর যেমন জোর দেওয়া হয়, তেমনি নেশা মুক্ত সমাজ গোড়ার উদ্দেশে নেশার কহিতকর প্রভাব, ব্যক্তি ও পরিবারের স্বাস্থ্য জনিত ও অর্থনৈতিক ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা। তেমনি নেশার বিরুদ্ধে সহজে লড়াই করার উপায়গুলো নিয়েও আলোচনা করেন বক্তারা। এসম্পর্কে নানাবিধ বিষয় ও আলোচনা নিয়ে উপস্থিত লোকেদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত করার জন্য উন্মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে চা বাগানের আবাসিক নারী -পুরুষ নির্বিশেষে বাসিন্দারা বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয় নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেন। সঠিক উত্তরদাতাদের পুরস্কৃতও করা হয়, যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। এই সচতনতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্গাবাড়ির জনগণকে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতন ও আরও দায়িত্বশীল হওয়াএবং গ্রাম পঞ্চায়েতের পরিবেশকে আরও স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন করে তোলারওপর জোর দেওয়া হয়।

বইমেলায় যাতায়াতের সুবিধার্থে এবারও বিশেষ সরকারি বাস

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): মঙ্গলবার ৪০ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলার উদ্বোধন সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে। ২৮ জানুয়ারি অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে মেলা চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলায় যাতায়াতের সুবিধার্থে অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিশেষ বাস চালাবে পরিবহণ দফতর।

সূত্রের খবর, কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে একাধিক রুটে চলবে বিশেষ বাস, যার গন্তব্য করুণাময়ী অর্থাৎ বইমেলা প্রাঙ্গণ। দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে বাস। যতদিন বইমেলা চলবে, ততদিন অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বাস পাবেন বইমেলায় যাতায়াতকারীরা। তবে ছুটির দিনগুলিতে বাড়তি পরিষেবা মিলবে না।

সেন্ট্রাল পার্কের পাশেই করুণাময়ী বাস টার্মিনাস। বিভিন্ন জায়গা থেকে সেখানেই বইমেলাগামী বাসগুলি থামবে। আবার করুণাময়ী থেকে শহরের বিভিন্ন রুটে পৌঁছে যাবে বিশেষ বাস। এই পরিষেবার জন্য অতিরিক্ত কর্মী, অফিসারদের বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নামানো হচ্ছে বাড়তি তিনটি এসি বাসও।

এছাড়া সরকারি বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, করুণাময়ী থেকে কোন বাস কোন রুটে যাবে, বাসগুলির সামনে কাচের জানলায় তা লেখা থাকবে। তা দেখে যাত্রীরা নিজেদের গন্তব্য অনুযায়ী বাসে উঠতে পারবেন।

মহাকুম্ভে যাওয়ার পথে উত্তর প্রদেশে দুর্ঘটনায় নিহত ৪, আহত আরও ৫ জন

রায়বরেলি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মহাকুম্ভে গঙ্গাস্নান করতে যাওয়ার পথে একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৪ জন এবং আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে রায়বরেলি-প্রয়াগরাজ জাতীয় সড়কের মুন্সীগঞ্জ এলাকায় এক রেস্তোরাঁর কাছে একটি ট্রাক্টরের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা হয় একটি গাড়ির। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এছাড়াও আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, সকলেই লখনউয়ের তেলিবাগের বাসিন্দা। তাঁরা প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। ট্রাক্টরের চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

NOTICE INVITING e-EXPRESSION OF INTEREST NO. e- 18/AGRI/EE(Mech)/2024-25

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 10/02/2025.

DNIEOI NO.	Item to be leased out.	Lease period
e- 51/CE/AGRI/EE(M) 2023-24	Selection of Agency to run with total operation & maintenance including complete commercial activity of **Khowai Multipurpose Cold Store (1000 MT capacity)** on lease "As is where is and as it where it basis" (2nd Call).	10(ten) years.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.
ICA/C/3471/25

(Er. Sumanta Nandi)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt. of Agriculture & FW.
Office Lane, Agartala

//TENDER NOTICE//

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned hereby invites sealed cover Tender/ quotation from the enlisted and resourceful Contractors / Firms /Agencies of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class having experience in similar nature of works in format No. F/ TRI-7(Seven) and should be in Non-Judicial Stamp paper costing Rs.50 (Rupees fifty) only for the said work.

Sl. No.	Name of works	Place of work	Estimated cost	Earnest money	Work completion time
1.	Construction of 01(one) 03 seated sanitary latrine including construction of 01(one) septic tank nearby **Shaheed park** at BN HQrs of 13th Bn TSR (IR-IX).	Shaheed park at Bn HQrs. Of 13th Bn. TSR(IR-IX)	Rs.3,58,377.00	Rs.7,168/-	03 (three) months.

02. Tender forms, notifications and terms & conditions etc. may be collected from the office of the Commandant, 13th Bn TSR (IR-IX), Subhashnagar, Kanchanpur, North Tripura from 25.01.2025 to 04.02.2025 during office hours on cash payment of Rs.500/- (Rupees: Five Hundred) only each Form construction works being the cost of above documents (Non-refundable).
The last date of sale of Tender Forms is on 04.02.2025 at 1400 hrs.
The tender will be received up to 1400 hrs till 04.02.2025 and tender will be opened on 04.02.2025 at 1700 hrs. Not allow bidder /Agency.
NB:- Xerox Form rejected.
ICA/C/ 3484/25

(H. Sunga Darlong)
Commandant 13th Bn TSR (IR-IX)

PRESS SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIT No. 22/EE/DWS/DMN/2024-25

The Executive Engineer, DWS Division, Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender in single two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	103/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 9,66,643.00	Rs. 19,333.00	45 days	Appropriate Class
2	104/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 9,66,643.00	Rs. 19,333.00	45 days	Appropriate Class
3	105/EE/DWS/DMN/2024-25	Rs 8,40,559.00	Rs. 16,811.00	90 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 05-02-2025 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 05-02-2025 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee 1,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3476/25

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar, North Tripura.

শিয়ালদায় উত্তর প্রদেশের পাঁচ সশস্ত্র দুষ্কৃতী ধৃত

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): শিয়ালদায় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সামনে বৈঠকখানা লেন থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। কলকাতা পুলিশ গ্রেফতারও করে ৫ জনকে। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, এরা সকলেই উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা এবং দুদিন আগে ডাকাতির উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিল।

ধৃতরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। তাদের নাম শিব শঙ্কর যাদব, রাহুল যাদব, আদিত্য মৌর্য্য, দেবাং গুপ্তা, রুকেশ সাহানি। এদের মধ্যে মূল পাণ্ডা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে রুকেশকেই। এদের মধ্যে কেউ আইটিআই, কেউ বিটেক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) রূপেশ কুমার এ কথা জানান।

ধৃতদের কাছ থেকে ২টি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ১৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। তবে সেগুলি পাচার করার জন্য আনা হয়েছিল নাকি, নাশকতার কোনও ছক ছিল, সেই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে সেইভাবে কোনও নথি মেলেনি, তবে একজনের থেকে একটি রেল টিকিট উদ্ধার হয়েছে।

খেলতে গিয়ে কুয়োতে ডুবে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

রাজগড়, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের পচোর থানার অন্তর্গত বোকড়িতে খেলতে খেলতে কুয়োতে পড়ে যাওয়া বল তুলতে গিয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। পুলিশ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তর পর দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , বোকড়ির বাসিন্দা দুই ভাই লোকেশ (১১) পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র এবং অঙ্কিত (১৩) সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। দুজনে স্কুল থেকে ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। খেলতে খেলতে তাদের বলটি কুয়োতে পড়ে যায় এবং বল তুলতে গিয়ে উভয়ই কুয়োতে পড়ে যায়।

বালাঘাট খনিতে দেশপ্রেমের উদ্দীপনা নিয়ে ৭৬-তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করল খনিজ সংস্থা ‘ম্যাঙ্গানিজ ওর (ইন্ডিয়া) লিমিটেড’

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ (পিআইবি): একতা ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাকে অবলম্বন করে কেন্দ্রীয় সরকারের খনিজ আকরিক সংস্থা ‘ম্যাঙ্গানিজ ওর (ইন্ডিয়া) লিমিটেড’ তার বালাঘাট খনিতে অফুরন্ত উৎসাহের সঙ্গে ৭৬-তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করেছে। এই উদযাপন অনুষ্ঠানটির সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তলনের মধ্য দিয়ে। পতাকা উত্তলন করেন ‘ম্যাঙ্গানিজ ওর (ইন্ডিয়া) লিমিটেড’-এর সিএমডি শ্রী অজিত কুমার সাক্সেনা। সূচনা অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অধিকর্তা (অর্থ) শ্রী রাকেশ তুমানে, অধিকর্তা (উৎপাদন ও পরিকল্পনা) শ্রী এম এম আবদুল্লা, অধিকর্তা (বাণিজ্যিক) শ্রীমতী রেশমি সিং এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিএমডি শ্রী অজিত কুমার সাক্সেনার সহধর্মিনী শ্রীমতী সুষমা সাক্সেনা এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানে একটি জমকালো কুচকাওয়াজ ও শোভাযাত্রা প্রদর্শিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে সংস্থার রক্ষীগণ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। সেই সঙ্গে সংস্থার কর্মীদের পারিবরিক সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই উদযাপন অনুষ্ঠানের উজ্জ্বলতম দিকটি ছিল এক প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা। ৫০০-রও বেশি স্কুল পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে এবং সংস্থার কর্মীদের মনোমুগ্ধকর দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তির উপস্থাপনা অনুষ্ঠানটিকে প্রাণোচ্ছ্বল করে তোলে।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী সাক্সেনা সংবিধানে যে মূল্যবোধের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার প্রতি ‘ম্যাঙ্গানিজ ওর (ইন্ডিয়া) লিমিটেড’-এর অবিচল প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে এই সংস্থার ভূমিকা ও অবদানের বিষয়গুলিও তুলে ধরেন।

সংস্থার সেরা কর্মী, সেরা নিরাপত্তা রক্ষী এবং সেরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদক ও শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করেন সিএমডি শ্রী সাক্সেনা এবং সেই সঙ্গে শ্রীমতী সাক্সেনা। এই উদযাপন অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদেরও সম্বর্ধিত করা হয়। এই উপলক্ষে বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক যে সমস্ত কর্মী ‘ম্যাঙ্গানিজ ওর (ইন্ডিয়া) লিমিটেড’-এ কাজ করছেন তাদের জন্য নানাবিধ নতুন নতুন কল্যাণমূলক প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে।

এই উৎসবের অংশ হিসেবে ‘ম্যাঙ্গানিজ ওর (ইন্ডিয়া) লিমিটেড’-এর কর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও দলগত কাজের মনোভাবকে উৎসাহিত করতে ডোংরি বুজরুং খনিতে সিএমডি একাদশ এবং ডিএফ একাদশ-এর মধ্যে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া অনুষ্ঠানটির প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ী ও কৃতি খেলোয়ারদের হাতে ট্রফি তুলে দেন শ্রীমতী সুষমা সাক্সেনা।

নিজের খরচে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পেলেন পার্থ

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): এসএসকেএম থেকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে নিজের ঝুঁকিতে এবং নিজের খরচে। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিলেন বিচার ভবনের বিচারক।

গত ২০ জানুয়ারি জেলে অসুস্থ হয়ে পড়ায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থবাবুকে। সোমবার আদালতে পিটিশন জমা করেন তিনি। আবেদন করেন যে, এসএসকেএমে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হতে পারছেন না। তাই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক তাঁকে।

এর পরেই এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে রিপোর্ট তলব করে পার্থের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চায় আদালত। মঙ্গলবার সেই রিপোর্ট আদালতে জমা দেয় এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। তাতে জানানো হয়েছে, পার্থের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তবে কিছু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। সংক্রমণের সমস্যাও রয়েছে।

তার পরেই বিচারক নির্দেশ দেন যে, বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবেন পার্থ। তবে চিকিৎসার খরচ তাঁকেই দিতে হবে।

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd Call)

NOTICE INVITING E-TENDER for "Supply of ICT & MISC Items for Birchandra State Central Library (BCSCL), Govt. of Tripura", under Department of Higher Education, Government of Tripura.
Interested bidders may see & download the detailed notice of the Request for Proposal (RFP), from the portal https://tripuratenders.gov.in/. The e-bidding to be made only through https://tripuratender.gov.in. Offline proposals will not be accepted.
Tender Published Date:- 22/01/2025
The last date of submission of e-Tender (2nd Call) 05/02/2025 up to 5:00 PM. Tender ID:- 2025 BSCA 57291 1.
ICA/C/3468/25

(Dilip Kumar Das)
Head Librarian & H.O Birchandra State Central Library
Agartala, Tripura.

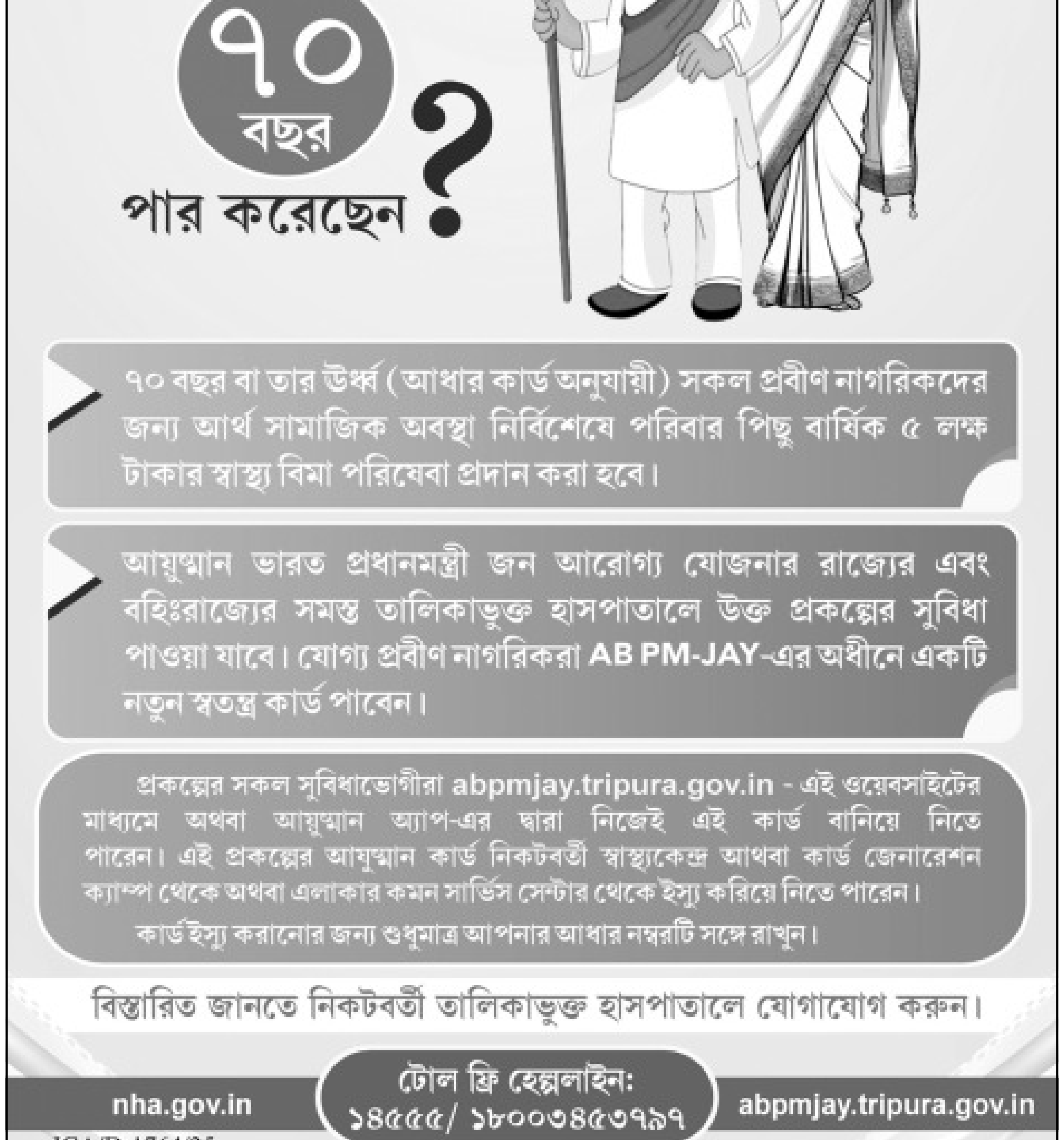

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতে ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখার ঘরোয়া পদ্ধতি

উত্তরের হিমেল হওয়া বইতে শুরু করেছে। যদিও হিমেল হাওয়া উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে, কিন্তু এই সময় হিম বাতাসে টান ধরে ত্বকে। তৈলাক্ত ত্বকই এই সময় বেশ শুষ্ক হয়ে যায়, আর যদি এমনিতেই শুষ্ক ত্বক হয় তাহলে তো কথাই নেই। তাছাড়া, শীতকালে প্রায় সবার ত্বকই রুক্ষ-শুষ্ক হয়ে যায়। নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনের জন্য সারা বছরই আমাদের ত্বকের যত্ন নিতে হয়। তবে শীতকালে সাধারণ যত্ন নিলে চলে না, নিতে হয় বাড়তি যত্ন। এমনিতে ঠান্ডা আবহাওয়া, তার ওপর বাতাসে আর্দ্রতা কম বলে শীতকালে আমাদের ত্বক নাজুক হয়ে পড়ে। ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যায়, হয়ে পড়ে রুক্ষ। চিন্তার কিছু নেই। ঘরোয়া কিছু পদ্ধতিতে সহজেই এসব সমস্যা দূর করা যায়।

১. কুসুম গরম জলে গোসল: অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম জলের ব্যবহার শীতে ত্বককে আরও রুক্ষ করে দিতে পারে। তাই হালকা গরম জলে গোসল করতে হবে। নিয়মিত গোসল করা উচিত। তবে বার বার হাত মুখ ধোয়া থেকে বিরত থাকাই ভালো।

২. গ্লিসারিনযুক্ত সাবান ব্যবহার: শীতের সময় এমন কোনো সাবান ব্যবহার করবেন না, যা আপনার ত্বককে শুষ্ক করে দিতে পারে। কারণ শীতের সময় আমাদের ত্বক এমনিতেই শুষ্ক হয়ে যায়। তাই গোসল বা হাত-মুখ ধোয়ার জন্য গ্লিসারিন যুক্ত সাবান ব্যবহার করতে হবে। তবে অবশ্যই অতিরিক্ত খাড় যুক্ত সাবান ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. পর্যাপ্ত জল পান করুন: শীতের সময় অনেকে জল পানের পরিমাণ কমিয়ে দেন। এমনটা করা যাবে না। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করলে আমাদের মেটাবলিজম ঠিক থাকবে। তাছাড়া পর্যাপ্ত জল পান করলে এই শীতে ঠোঁট ফাটার সমস্যায় ভোগার সম্ভাবনা কমে যাবে।

৪. সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন: শীতকালে রোদের তাপ খুব বেশি থাকে। বাইরে বেরোলে রোদের তাপ শুষ্ক ত্বকে আরও বেশি প্রভাব ফেলে। তাই বাইরে বেরোলে অবশ্যই অন্তত এসপিএফ ১৫ যুক্ত সানস্ক্রিন লাগান। এতে করে সূর্যরশ্মির প্রভাবে ঠোঁটের ক্ষতি হওয়ার হাত থেকেও রক্ষা পাবেন।

৫. পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করুন: এই সময় শুধু সূর্যের আলো থেকেই ত্বকে বার্ন হয় না, ঠান্ডা হাওয়া থেকেও ত্বক জ্বালা হয়। একে বলা হয় উইন্ড বার্ন। শুষ্ক ত্বকে উইন্ড বার্ন অনেক বেশি ক্ষতি করে। এর থেকে ত্বককে রক্ষা করতে পারে পেট্রোলিয়াম জেলি। নির্দিষ্ট সময় পরপর পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে সাহায্য করবে।

৬. সবুজ শাক-সবজি খাবেন: সবুজ শাকসবজিতে ভিটামিন এ, সি, কে বেশি থাকে। ভিটামিন এ ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে। এটি ত্বককে মসৃণও রাখে। ভিটামিন ছাড়াও এ ধরনের শাক-সবজিতে থাকে আয়রন এবং খনিজ যা ত্বকের পাশাপাশি চুলকেও খসখসে হওয়া থেকে বাঁচায়। তাই, শীতের রূপচর্চায় অবশ্যই বেশি করে সবুজ শাকসবজি রাখুন।

৭. সাইট্রাস বা ভিটামিন সি জাতীয় ফল খাবেন: লেবু, কমলা, মালটা এসবই হলো সাইট্রাস ফল। এর মধ্যে কমলাটা খেতে পারেন বেশি। কারণ এই ফলের রসের পাশাপাশি ফাইবারও ঢোকে শরীরে। যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। সাইট্রাস ফলগুলো রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায় এবং ত্বকে শীতকালীন নানা সংক্রমণ ঠেকায়। এ ছাড়াও এগুলো ফ্রি র‍্যাডিকেলের সঙ্গে লড়াই করে। ত্বকে ওই র‍্যাডিকেল যত কম থাকবে, ত্বক ততই উজ্জ্বল থাকবে।

৮. দানাদার শস্য সেবন করুন: শীতের সময় বাজরা, রাগি, ভুট্টা ইত্যাদিসহ আরও অনেক মৌসুমী শস্য পাওয়া যায়। এগুলোও শরীরের উষ্ণতা বজায় রাখে এবং ত্বক সুস্থ রাখে। কেননা, এগুলোতে প্রচুর প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, উচ্চমাত্রার ফসফরাস এবং ফাইবার থাকে। এগুলোতে থাকা ভিটামিন বি ত্বক পরিষ্কার রাখে এবং ময়েশ্চার ধরে রাখতে সাহায্য করে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইলে চোখ ? শারীরিক- মানসিক দুক্ষেত্রেই হবে সমস্যা

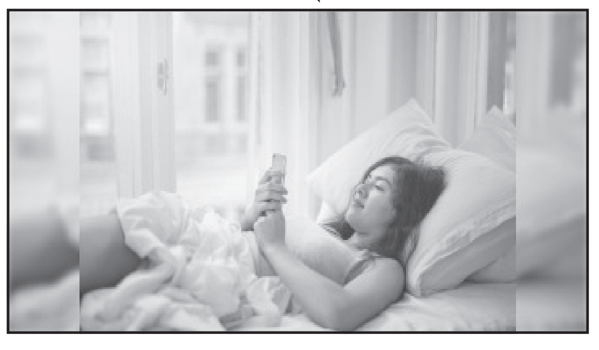

মোবাইল ফোন এখন সকলের জীবনেই নানানভাবে জড়িত। কাজের জন্য হোক কিংবা যোগাযোগ অথবা বিনোদন, মোবাইল ফোন যেমন মানুষের জীবন সহজ করে তুলেছে তেমনই এনেছে নানান বিপদও। মানসিক তো অবশ্যই, সঙ্গে মোবাইল ফোন শারীরিকভাবেও আমাদের ক্ষতি করে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এক্ষেত্রে সবথেকে সাধারণ তবে ক্ষতিজনক অভ্যাস হলো ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল ব্যবহার। অনেকেই রয়েছেন যারা সকালে ঘুম থেকে উঠে ঘুম চোখেই বেশ কিছুক্ষণ ফোন ঘাঁটেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই অভ্যাস সারাদিনের কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। ফেলতে পারে ভয়াবহ শারীরিক প্রভাব। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কী কী ক্ষতি হতে পারে?

ফোনের নীল আলো চোখের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মোবাইল থেকে নির্গত হওয়া রশ্মি চোখের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এর জন্য সারা দিন মাথাব্যথার মতো উপসর্গও দেখা দিতে পারে। ফলে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না ।

সকালে উঠে মোবাইল দেখলে শরীরের প্রচুর পরিমাণে মেলাটোনিন বেরয়। আর তারপর গোটা দিন মোবাইল ব্যবহার করলে এই হরমোন আরও বেশি পরিমাণে নির্গত হয়। আর শরীরে এই হরমোনের মাত্রা বাড়লে ঘুম আসতে চায় না। ফলে স্লিপ সাইকেল নষ্ট হয়।

সকালে উঠে মোবাইল নিয়ে বসে পড়লে ব্রেনের কগনিটিভ ফাংশন ধীর হয়ে যেতে পারে। আর সেই কারণেই কাজে আসতে পারে অনীহা। এমনকী কাজে ভুল হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ে। তাই এই সমস্যার ফাঁদ এড়িয়ে চলার ইচ্ছে থাকলে ঘুম থেকে উঠেই মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না ।শারীরিক ছাড়াও মানসিক দিক থেকেও মোবাইল ফোন প্রভাব ফেলে এ কথা সকলেই জানে। তবে মানসিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সকালে উঠেই আপনি মোবাইল থেকে যে সব খবরাখবর পান, সেই সব খবর আপনার মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। সকালে মানসিক চাপ এলেই তা সারাদিনের কাজের ব্যাঘাত ঘটাবে। সকালে উঠেই যদি আপনি আপনার সারা দিনের কাজের তালিকা নিয়ে ভাবতে থাকেন, অথবা সমাজমাধ্যমে আপনার চারপাশের মানুষের কার্যকলাপের খবর পেতে থাকেন, এতে আপনার মানসিক স্থিতি কমতে থাকে। ২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে সারা পৃথিবীর সকল বিশেষজ্ঞরা মোবাইল ফোন অ্যাডিকশন নিয়ে সরব হচ্ছেন। তাঁদের কথায়, দিনে ২ ঘণ্টার বেশি মোবাইল ঘাঁটা উচিত নয়। এর থেকে বেশি সময় মোবাইল ব্যবহার করলে শরীর ও মনের একাধিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে।

ড্রাই ফ্রুটস ডায়েটে থাকলে ৮-৯ ঘন্টা স্ক্রিন টাইমও ক্ষতি করতে পারবেনা দৃষ্টিশক্তির

বর্তমানে ডিজিটাল যুগে ছোট থেকে বড় সকলেই দিনের অনেকটা সময় কাটান মোবাইল, ল্যাপটপ, টিভির দিকে তাকিয়ে। বিনোদনের জন্য হোক কিংবা প্রয়োজনে, দিনে দিনে প্রায় সকলেরই বেড়ে চলেছে স্ক্রিন টাইম! দিনে আট-নয় ঘন্টার অফিসের কাজ হোক বা পড়াশোনা, আমাদের অনেকেই না চাইতেও এই ডিজিটাল স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে বাধ্য। তবে এই ব্যাপারে "কিছু করার নেই" বলে কাটিয়ে দিলে কিন্তু ক্রমশ হারিয়ে ফেলবেন দৃষ্টি শক্তি। এভাবে সাময়িক কোনও অসুবিধা না হলেও দীর্ঘমেয়াদে নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ফিট থাকতে শরীরচর্চার যতটা প্রয়োজন আছে, তেমনই চোখ ভাল রাখতে বাড়তি যত্নআত্তি করাও জরুরি। চোখ ভাল রাখতে কাজের ফাঁকেই বিশ্রাম নেওয়া জরুরি। চোখে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া থেকে খানিক ক্ষণ চোখ বুজে থাকা এগুলি তো মেনে চলতেই হয়। তবে চোখের যত্ন রাখতে পারে আরো এক উপায়, বাদাম ও ড্রাই ফ্রুটস। চোখের যত্ন রাখতে পারে বাদাম ও ড্রাই ফ্রুটস দেখে নিন ড্রাই ফ্রুটস শরীরের কী কী উপকার করতে পারে-

একাধিক রোগ থেকে মুক্তি দেয় ড্রাই ফ্রুট ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টসে ভরপুর থাকে ড্রাই ফ্রুট। যা প্রতি দিনের ডায়েটে থাকলে ডায়াবেটিস ও ওবেসিটির মতো রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ড্রাই ফ্রুট অন্ত্রের সমস্যা বা ক্যানসারের মতো রোগ থেকে দূরে রাখে। কিসমিস বা অ্যাপরিকটসে ফেনল থাকে, যা হার্ট ডিজিস, ডায়াবেটিস, ব্রেন ডিজিসের মতো রোগ থেকে দূরে রাখে। তা ছাড়াও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়।

প্রাকৃতিক ভাবে ড্রাই ফ্রুটে চিনি থাকে, অ্যানিমিয়া রোধ করে শুকনো খেজুর সারা বছরই পাওয়া যায় বাজারে। যা দিনে একটা অন্তত খেলে সারা দিন অ্যাকটিভ থাকা যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে এনার্জি থাকে। আর শরীরকে এনার্জিও দেয়। ড্রাই ফ্রুটে আয়রন থাকে যা অ্যানিমিয়া দূর করে। হার্ট ও চোখ ভালো রাখে শুকনো ক্র্যানবেরিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যানথোসাইনিনস থাকে। এই উপাদান ক্যানসার ও ইনফ্লেমেটরি ডিজিস থেকে দূরে রাখে। নিউট্রিশন জার্নালে প্রকাশিত এক সমীক্ষা বলছে ক্র্যানবেরির এই উপাদান ইউরিন ইনফেকশন দূর করতেও সাহায্য করে। পাশাপাশি চোখ ভালো রাখে ও লিভার ভালো রাখে। নিউট্রিশনে ভরা থাকে কয়েকটি সমীক্ষা বলছে, সূর্যরশ্মিতে ফল শোকালে তাতে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টস ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস বেড়ে যায়। অনেক ড্রাই ফ্রুটস এক সঙ্গে যে কোনও হেলদি মিলের পরিবর্তে খাওয়া যেতে পারে। শারীরিক গঠনে সাহায্য মাইক্রোনিউট্রিয়েনটস, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলসে ভরা থাকে ড্রাই ফ্রুটস। যা যে কোনও বাচ্চার শারীরিক গঠনে সাহায্য করে।

একাধিক রোগ থেকে মুক্তি দেয় ড্রাই ফ্রুট ফাইবার ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টসে ভরপুর থাকে ড্রাই ফ্রুট ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি চোখের খেয়াল রাখতেও সমান পারদর্শী ড্রাই ফ্রুটস। দেখে নিন কোন কোন বাদাম ও ড্রাই ফ্রুটস ভালো থাকবে দৃষ্টি শক্তি- আখরোট : ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডে ভরপুর আখরোট। এই উপাদান চোখের যত্ন নেয়। দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে এই জন্য ছোট থেকেই আখরোট খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। আখরোটে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট 'ড্রাই আইজ'-এর সমস্যাও অনেকটা কমিয়ে দেয়। কাঠবাদাম : বাদাম ড্রাই ফ্রুটস এর মধ্যে অন্যতম। আর এই বাদামের মধ্যেই পরে কাঠবাদাম। ভিটামিন ই এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ কাঠবাদামের বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে। বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে কাঠবাদাম সত্যিই কার্যকর।

চিরতা, নিম- চন্দন বা হলুদ - আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে

সানজানা চৌধুরী

খাবারে হলুদের ব্যবহার, পরিপাক ঠিক রাখতে চিরতার রস খাওয়া, ওজন কমাতে সজনে পাতা খাওয়া, মুখের উজ্জ্বলতা বাড়াতে নিম চন্দন ব্যবহারের মতো সমাধানগুলো এসেছে আয়ুর্বেদ থেকে।

এক সময় সকালে দশন-সংস্কার চূর্ণ দিয়ে দাঁত মাজা কিংবা পেট পরিষ্কার রাখার জন্য ত্রিফলা ভেজানো পানি খাওয়া, বা অত্যধিক ভোজনের পরে লবন ভাস্কর চূর্ণ বা স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্য ব্রাহ্মী রসায়ন - বহু মানুষের জীবনে এসব আয়ুবেদিক চর্চা ওতপ্রোতভাবেই জড়িত ছিল। বাংলাদেশে চারটি চিকিৎসা পদ্ধতি স্বীকৃত- অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং আয়ুর্বেদ। এরমধ্যে আয়ুর্বেদকে বলা হয় সবচেয়ে প্রাচীন ও ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহ্যগত চিকিৎসা পদ্ধতি।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পাঁচ হাজার বছরের পুরনো। এর উদ্ভব হয়েছে ভারতবর্ষে। বাংলাদেশ, ভারত পাকিস্তানে এই চিকিতা পদ্ধতি বেশ পরিচিতি পেয়েছে। আয়ুর্বেদ শব্দটি দু'টি সংস্কৃত শব্দ আয়ু ও বেদ থেকে এসেছে- যেখানে 'আয়ু' অর্থ 'জীবন' এবং 'বেদ' অর্থ 'জ্ঞান' বা 'বিদ্যা'। অর্থাৎ, যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের কল্যাণ সাধন হয়।

আয়ুর্বেদে ভারসাম্য রক্ষা

জন হপকিন্স মেডিকেল জার্নালের মতে, আয়ুর্বেদ মূলত মন, শরীর, আত্মা ও পরিবেশের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করে যার কোনোটিতে ব্যাঘাত ঘটলেই রোগ হয়। তখন ওই রোগের চিকিৎসায় ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ বের করে সেটি পূর্বাবস্থায় ফেরানো হয়। সাধারণত ভুল খাদ্যাভ্যাস, ভুল ব্যায়াম, ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাপন, মানসিক অবসাদ বা বিভিন্ন বদভ্যাসের কারণে এই ভারসাম্যে তারতম্য হতে পারে। এক্ষেত্রে ওষুধ, পুষ্টিকর খাবার, ম্যাসাজ থেরাপি, যোগব্যায়াম ও ধ্যানের সমন্বয়ে চিকিৎসা করা হয়। এক কথায়, সঠিক চিকিৎসা দেয়ার পাশাপাশি সার্বিক জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা হয়। এই ওষুধ বানানো হয় বিভিন্ন গাছপালা, ফুল, ফল, শেকড় বাকড় দিয়ে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি একসময়ে জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেললেও এখন আবার ফিরে আসছে — বিশেষ করে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। গত এক দশকের বেশি সময় ধরে ভারতে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার কদর বাড়ছে। দেশটির সাধারণ মানুষও আগের যেকোন সময়ের সময়ের চেয়ে বেশি হারে আয়ুর্বেদের শরণ নিতে শুরু করেছেন।

মানুষের মধ্যে আগ্রহের কারণে সেখানে তৈরি হয়েছে আয়ুর্বেদিক ওষুধ আর চিকিৎসার জন্য নতুন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও। এক দশক আগে ২০১৪ সালে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ব্যাপারে সহযোগিতা বাড়াতে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। যদিও তার অগ্রগতি সম্পর্কে তেমন জানা যায় না।

কীভাবে কাজ করে এ পদ্ধতি

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল প্রচেষ্টা থাকে রোগী যেন আগের শক্তি ও ভারসাম্য ফিরে পায় এবং ভবিষ্যতে রোগ না হয়। আয়ুর্বেদ রোগ নিরাময়ের চাইতে রোগ যেন আর না হয় সেজন্য স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার ওপর বেশি জোর দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রক্ত বিশুদ্ধিকরণ ও পেট পরিষ্কারের ওষুধ তৈরি করা হয়। এ কারণে আধুনিক বিশ্বেও প্রাচীন এই চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। আয়ুর্বেদের মতে, মানব দেহের চারটি মূল উপাদান হলো দোষ, ধাতু, মল এবং অগ্নি। এই চারটির গতিপ্রকৃতি ঠিক রাখাই এই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য।

দোষ- 'দোষ' এর প্রধান কাজ হলো আপনি যে খাবার খাচ্ছেন, সেটি হজম করা এবং খাদ্যের সব পুষ্টিগুণ সারা শরীরে পৌঁছে দেয়া যেন কোষ ও পেশি সুগঠিত হয়। দোষে কোনো গোলযোগ হলেই রোগ হয়।

ধাতু- ধাতু হলো মানবদেহের সাতটি টিস্যু সিস্টেম। এই টিস্যু সিস্টেমে আছে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। ধাতু দেহের প্রধান পুষ্টি যোগায় এবং মানসিক বৃদ্ধি ও গঠনে সাহায্য করে।

মল- মল হলো শরীর থেকে নির্গত বর্জ্য বা পায়খানা, প্রস্রাব ও ঘাম। দেহের সুস্থতায় মল বেরিয়ে যাওয়া জরুরি।

অগ্নি- অগ্নি হলো লিভার বা পেশি কোষে উৎপন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ। যা শরীরের সমস্ত রাসায়নিক ও পরিপাকের কাজ করে।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণে জোর

আয়ুর্বেদে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দেয়া হয়। কারণ মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, মন মেজাজ সবই তার খাদ্যের মানের ওপর নির্ভরশীল। মানব দেহে খাদ্য প্রথমে 'রস' এ পরিবর্তিত হয় এবং তারপর রক্ত, পেশি, চর্বি, হাড়, হাড়ের মজ্জা, ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। কাজেই খাদ্য হলো দেহের সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও জীবনী শক্তির মূল। খাদ্যে পুষ্টির অভাব বা ভুল খাদ্যাভ্যাস অনেক রকম রোগের সৃষ্টি করে। তবে আয়ুর্বেদের এই চিকিৎসা কতোটা ভালো কাজ করবে সেটা নির্ভর করবে এর চিকিৎসক বা কবিরাজের জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর। তাই এই চিকিৎসা নিতে হলে, বিশেষ করে, গর্ভবতী বা স্তন্যপান করানো নারী ও শিশুকে আয়ুর্বেদিক থেরাপি দেয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

এছাড়া আয়ুর্বেদ এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ছাড়পত্র পায়নি। কারণ এর অনেক ভেষজ ওষুধে সীসা, পারদ ও আর্সেনিকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। তাই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা নেয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। প্রাচীন এই চিকিৎসাপদ্ধতি আইনগত স্বীকৃতি পায় ১৯৬৫ সালে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক অ্যাক্ট পাশ করে যা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বহাল থাকে। সবশেষ ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ইউনানি অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স জারি হয়। সাধারণ মানুষের শত শত বছর ধরে চলে আসা চিকিৎসা পদ্ধতি নতুন করে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বাংলাদেশেও। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানি অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেম অব মেডিসিন স্থাপিত হয়। দেশে বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে ১০টি ডিপ্লোমা আয়ুর্বেদিক কলেজ রয়েছে। এছাড়া আয়ুর্বেদ ও ইউনানিতে ব্যাচেলর অব ইউনানি মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি এবং ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি ডিগ্রি দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অনুষদের অধীরে সরকারি ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ।

আখের রসে ইলেক্ট্রৌলাইটের সমতা বজায় রেখে

চড়া রোদে, ঘেমে স্নান-এই অবস্থায় এক গ্লাস ঠান্ডা পানীয় পেলেই ব্যাস! এক্ষেত্রে যদি সেই পানীয় হয় আখের রস, তাহলে তো কথাই নেই। কারণ আখের রস আমাদের তেষ্টা মেটানোর পাশাপাশি শরীরের জন্যও উপকারী। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, বিভিন্ন রকম খনিজ এবং গ্লুকোজে সমৃদ্ধ আখের রস তৎক্ষণাৎ শরীরে বল আনতে দারুণ কাজ করে। শুধু পিপাসা মেটানোই নয়, ইলেক্ট্রোলাইটের সমতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে এই রস। ফলে ডিহাইড্রেটেড হওয়ার ভয় থাকে না।

আখের রস পান করার উপকারিতা

আখ দিয়ে তৈরি করা হয় চিনি ও গুড়। তবে আখের রস হল আখের সবচেয়ে বিশুদ্ধতম রূপ। আখের রস ভিটামিন ও মিনারেলের ভালো উৎস। ক্যালোরির পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়াম মেলে এই রস থেকে। জেনে নিন আখের রসের উপকারিতা সম্পর্কে।

এনার্জি বৃদ্ধি করে :- শরীরের শক্তির প্রাথমিক উৎস হলো চিনি যা গ্লুকোজ নামে পরিচিত। এটি শর্করার ভাঙ্গন থেকে আসে। আখের রসকে দুটি সাধারণ চিনি, ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজে বিভক্ত করে প্রক্রিয়া করে শরীর। ফলে এনার্জি বাড়ে আখের রস খেলে। ডিহাইড্রেশন রোধ করে : আখের রসের উপকারিতা এর মধ্যে অন্যতম হলো এটি গরমের ক্লান্তি দূর করতে দারুণ সহায়ক আখের রস। এটি ডিহাইড্রেশন রোধ করে। আখের রসে বিপুল মাত্রায় গ্লুকোজ বা শর্করা থাকে। আর থাকে ইলেকট্রোলাইটস বা শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াপ জন্য প্রয়োজনীয় নানা খনিজ পদার্থ। আর্দ্রতার জন্য গরমের সময় প্রবল ঘাম হয়। কোথাও শুষ্ক গরমেও শরীর খারাপ হয়ে থাকে অনেকের। এর অন্যতম কারণ ডিহাইড্রেশন। আখের রসে নানা খনিজ থাকায় এটি হাইড্রেশন ফেরাতে সাহায্য করে।

লিভারের জন্য উপকারী :- আখের রস লিভারের জন্য উপকারী। জন্ডিসের রোগীদের আখের রস খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় আরোগ্য লাভের জন্য। একাধিক ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকায় আখের রস লিভারের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ভীষণ প্রয়োজনীয়।

ক্যানসার থেকে রক্ষা করে :

উপকারী আখের রস ফ্লবোনয়েড নামক একটি বিশেষ উপাদানের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। এই উপাদানটি ক্যানসার থেকে দূরে রাখে। ত্বক, চোখ এবং দাঁত ভালো রাখে : আখে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে। যা ত্বক, চোখ এবং দাঁতের জন্য ভাল। কোষের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। আখে ক্যালশিয়াম, ফসফরাসের মতো খনিজের উপস্থিতি রয়েছে। যা দাঁতের জন্য ভাল। দাঁতের এনামেল ভাল রাখতে এবং মুখের দুর্গন্ধ তাড়াতে উপকারী এটি।

পেটের সমস্যা দূর করে :- আখের রস হজমের গণ্ডগোল দূর করতে সহায়ক। হজমশক্তি ঠিক রাখতেও উপকারী এটি। আখের রসে গুণ রয়েছে।

এছাড়াও আখের রস শরীর থেকে অবাঞ্ছিত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে।পানিজাতীয় খাবার আখের রস খেলে প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া দূর হয় ও কিডনি ভালো থাকে।

গ্রীষ্মকালীন নানা ফলের রস যেমন হয়েছে, তেমনই রয়েছে ডাবের জল। যা আদতেই "সামার ড্রিঙ্কস"। এইগুলি ছাড়াও আরও একটি ফসল রয়েছে যা গরমের সময়ের জন্য আদর্শ, সেটি হল আখ। আখের রসের একাধিক উপকার রয়েছে। গ্রীষ্মে আখের রস তেষ্টা মেটাতে পারে, শরীরের একাধিক প্রয়োজনীয় পুষ্টিপদার্থও সরবরাহ করতে পারে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, বিভিন্ন রকম খনিজ এবং গ্লুকোজে সমৃদ্ধ আখের রস তৎক্ষণাৎ শরীরে বল আনতে দারুণ কাজ করে। শুধু পিপাসা মেটানোই নয়, ইলেক্ট্রোলাইটের সমতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে এই রস। ফলে ডিহাইড্রেটেড হওয়ার ভয় থাকে না। আখের মধ্যে রয়েছে ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজ। এই প্রাকৃতিক শর্করা শরীরের জন্য নিঃসন্দেহে ভাল। পাশাপাশি আখের রসে যে পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট রয়েছে, তা অন্য কোনও ফলের রসে নেই। প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম করলে বা খুব ক্লান্ত লাগলে কৃত্রিম 'এনার্জি ড্রিঙ্ক'-এর পরিবর্তে এক গ্লাস আখের রস খাওয়াই যায়। তবে আখের রস পান করার উপকারিতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিপদও। আসলে আখের রসের ক্যালোরি বেশি। তাই যাঁরা ওজন কমানোর পরিকল্পনা করছেন তাঁরা বেশি আখের রস খেলে সমস্যা বাড়ে। শরীরে ক্যালরির পরিমাণ যাতে অকারণে না বাড়ে সেজন্য চিকিৎসকরাও দিনে মাত্র এক গ্লাস আখের রস খাওয়ার পরামর্শ দেন। এর দিকে বেশি খেলে আখের রসের ক্যালোরি শরীরে মেদ সৃষ্টি করবে। এছাড়াও স্বাস্থ্যকর এই রস কিন্তু রোজ খাওয়া যায় না। কারণ, কতটা আখের রস প্রয়োজন, তা নির্ভর করবে ওই ব্যক্তির বয়স এবং কায়িক শ্রমের পরিমাণ এবং শারীরিক পরিস্থিতির উপর। যাঁদের ডায়াবিটিস রয়েছে কিংবা রক্তে শর্করার মাত্রা বার বার ওঠা-নামা করে, তাঁদের জন্য আখের রস ভাল নয়। হার্ট কিংবা স্থূলত্বের কোনও সমস্যা থাকলে আখের রস না খাওয়াই ভাল।

মঙ্গলবার আগরতলায় নার্সিং বিভাগে চাকরির জন্য ইন্টারভিউর আহ্বান করা হয়।

আর জি করে আর্থিক দুর্নীতিতে এক সপ্তাহের মধ্যে বিচার শুরুর নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় এক সপ্তাহের মধ্যে নিম্ন আদালতকে বিচারপর্ব শুরু করতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ, এই মামলায় নিম্ন আদালতকে দ্রুত সম্ভব বিচার শেষ করতে হবে।
সিবিআই এদিন কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছে, অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচার শুরুর জন্য তারা অনুমতি পেয়েছে।
উল্লেখ্য, আর জি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় সিবিআই তদন্তের শেষ পর্যায়ে এবার ইসিআইআর (এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট) দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ইডি। হাইকোর্টে এই কথা এদিন জানান ইডির আইনজীবী। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী এদিন আদালতে জানান, সুপ্রিম কোর্টে আর জি করের ধর্ষণ ও খুনের মামলার সঙ্গেই হাসপাতালে দুর্নীতির মামলার শুনানি চলছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মুখ বন্ধ খামে এদিন রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই।
বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ ইডির বক্তব্য শোনার পরই নিম্ন আদালতকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিচার শুরু ক”রে, যত দ্রুত সম্ভব তা শেষ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর জি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সেখানকার প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ছাড়াও আরও একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। যাঁদের সঙ্গে সরাসরি সন্দীপ ঘোষের যোগসাজশ ছিল বলে প্রমাণ পেয়েছে সিবিআই।

‘ত্বমেব সর্বম’-এর জন্য কলকাতা আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা পার্শ্চরিত্রের জন্য পুরস্কার পেলেন অভিনেতা বিক্রম সিং

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : অভিনেতা বিক্রম সিং-এর মুকুটে যুক্ত হলো নতুন পালক। কলকাতা আন্তর্জাতিক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা পার্শ্চরিত্রের জন্য পুরস্কার পেলেন বিক্রম। শর্ট ফিল্ম ‘ত্বমেব সর্বম’-এর জন্য ২৬ জানুয়ারি এই পুরস্কার এলো অভিনেতা বিক্রম-এর ঝুলিতে। উল্লেখ্য, বিক্রম সিং রানিগঞ্জের বাসিন্দা এবং একজন সুপরিচিত হিন্দি গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি এই ছবিতে তিনি অভিনয় করে দর্শকদের মনে গভীর ছাপ রেখেছেন।
জানা গেছে, দেশ-বিদেশের আটজন জুরি মেম্বার এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেন অভিনেতা বিক্রম সিং-কে। ব্রিটিশ চলচ্চিত্র পরিচালক মারিয়া, বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক রাজদীপ গাঙ্গুলি এবং এই চলচ্চিত্র উৎসবের কর্ণধার সৌরভ চক্রবর্তী এই পুরস্কার তুলে দেন অভিনেতা বিক্রম সিং-এর হাতে। বিক্রম জানিয়েছেন, এই পুরস্কার পেয়ে তিনি উল্লসিত। তাঁর অভিনয়ের জন্য দ্বিতীয়বার তিনি পুরস্কার পেলেন বলে জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ’ত্বমেব সর্বম’ মনোজ তিওয়ারির পরিচালিত একটি ৩২ মিনিটের শর্ট ফিল্ম। এই ছবিটি মধ্যপ্রদেশের প্রশাসনিক আধিকারিক জীবন এস. রজক এবং তাঁর বাবা মূলচাঁদ রজকের জীবনসংগ্রামের গল্প। ছবির চিত্রনাট্যও জীবন এস. রজক নিজেই লিখেছেন। এই ছবিতে মূলচাঁদ রজকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সঞ্জয় মিশ্র, আর তাঁর ছেলে জীবন এস. রজকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিক্রম সিং। ছবিতে একজন বাবার জীবনসংগ্রাম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যিনি তাঁর ছেলেকে প্রশাসনিক আধিকারিক করার জন্য নিজের সবকিছু বাজি রাখেন। ছেলেও আপ্রাণ চেষ্টা করে বাবার স্বপ্নপূরণের। সেজন্য তাঁকেও বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই চলচ্চিত্রটি বিশেষত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস বলে দর্শকরা জানান।

অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে বাংলাদেশে রেল পরিষেবা বন্ধ, দেশজুড়ে ভোগান্তি

ঢাকা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশে রেল কর্মীদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের জন্য রেল পরিষেবা বন্ধ আছে। বিশেষ অবসরকালীন সুবিধা-সহ একাধিক দাবিতে ট্রেন চালক ও অন্যান্য কর্মীদের ইউনিয়নের সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় সোমবার মধ্যরাত থেকে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। এর ফলে গোটা দেশজুড়ে রেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বৈধ টিকিট থাকা যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে। এদিকে, অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, রেলের কর্মীদের ওভারটাইমের যৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে।

“হেলে পড়া ফ্ল্যাট, কফ সিরাপের বাঙ্কার এবং.”, ওড়িশার সঙ্গে তুলনা করে তথাগতের তোপ পশ্চিমবঙ্গকে

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ওডিশার সঙ্গে তুলনা করে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি এবং শিল্প-পরিস্থিতিকে।
মঙ্গলবার তথাগতবাবু এক্সবার্তায় লিখেছেন, “ফেসবুক খুললেই এখন হেলে পড়া সব ফ্ল্যাট নিয়ে নানা রকম মিম। সীমান্তে বাঙ্কারের হদিস ! কাশির সিরাপ চোরাচালানের জন্য কী ভীষণ অভিনব ভাবনা ! সেখানেই ঘুর ঘুর করতে গিয়ে ধৃত দুই রোহিঙ্গা ! বাঙালির এখন চর্চার বিষয়ের অভাব নেই। কী সব রসঘন বিষয় বলুন তো ! এসব ছেড়ে বাকি কোথায় কী হচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায় ?”
বঙ্গ দেশ যখন বাঙ্কারে মজে, ঠিক তখন পড়শি রাজ্য ওড়িশায় সাজ সাজ রব। দু’ দিন রাজধানী ভুবনেশ্বরে শিল্প সম্মেলন। উৎকর্ষ ওড়িশার উদ্বোধন করতে ভুবনেশ্বর এসেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। আসছেন বিশ্বের ২০ টি দেশের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি। আসছেন দেশের প্রথম সারির প্রায় সব শিল্পপতি।
আপনি বলবেন, ধুর এ আর নতুন কী ? সে তো বিশ্ব বাংলাতেও সবাই আসেন। হাসেন। মাথা নাড়েন। আবার আসেন। আবার হাসেন। উঁহু। ওড়িশার কেস আলাদা। ওড়িশার বিখ্যাত ছানাপোড়া খেয়ে, কটকি শাড়ি কিনে যে যাঁর ব্যক্তিগত বিমানে ফিরে যাওয়ার জন্য শিল্পপতিরা কেউ আসছেন না। সবাই আসছেন পকেটে নির্দিষ্ট বিনিয়োগ প্রস্তাব নিয়ে।
হিসেব কষছেন মোহন চরণ মাঝি। পড়শি রাজ্যের আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী। হিসেব বলছে, সব মিলিয়ে ১০০ মউ স্বাক্ষরের সম্ভাবনা। সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ কর্ম সংস্থান প্রায় ৩ লক্ষ। আপনি বলবেন, ছাড়ুন তো, আমাদের বিশ্ব বাংলাতেও “ইন্ডাস্টি পিপুলরা” চলে যাওয়ার পর প্রতিবার আমরাও তো ১০/১৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের গল্প শুনি ! আচ্ছা শুনুন না। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্য ধরে পড়ুন। বলেছি তো, ওড়িশার কেস আলাদা, দাদা !
যে শিল্পপতিরা আসছেন, তাঁদের অন্যতম, জেএসডব্লিউ স্টিলের কর্ণধার, সজ্জন জিন্দাল। মনে আছে ? ২ নভেম্বর। ২০০৮। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার একর জমিতে বছরে ১ কোটি মেট্রিক টনের সুসংহত ইস্পাত কারখানার শিলান্যাসের দিন। মনে আছে ? অনুষ্ঠান শেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ানের কনভয়ে মাওবাদী হামলা। মনে আছে ? ইস্পাত কারখানাটা হলই না আর কোনও দিন। জিন্দলরা অবশ্য নমো নমো করে একটা সিমেন্ট কারখানা করেছে। কিন্তু প্রায় ৪ হাজার একর জমি আজও পড়ে। রাজ্যের শিল্প মানচিত্রের ছেঁড়া ক্যানভাসের মতো। সেই জিন্দলরাই ওড়িশায় ইস্পাত কারখানা গড়ছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার পসকোকে মনে আছে ? নবীন পটনায়কের আমলে, ওড়িশার জগৎসিংহপুর জেলায় ইস্পাত কারখানা গড়বে বলে, ২০০৫ সালে চুক্তি করেছিল পসকো। কিন্তু জমি আন্দোলনের জেরে প্রকল্প প্রস্তাব বাতিল করে, ২০১৭ সালে ওড়িশা ছাড়ে পসকো। সেই পসকোকেই ফেরাচ্ছে জিন্দল।
ওড়িশার পিছিয়ে পড়া জেলা, মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলা কেওনঝড়ে প্রাথমিকভাবে ৫০ লক্ষ মেট্রিক টনের ইস্পাত প্রকল্প গড়তে যৌথ বিনিয়োগ করছে জেএসডব্লিউ এবং পসকো। প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা।
দুপক্ষের মধ্যে চুক্তি সই হয়ে গেছে। ওড়িশা সরকারের সঙ্গে মউ সই।
আচ্ছা, ১৯৯৮ সালে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল চত্বরে সেই বিখ্যাত বিয়ে মনে আছে ? ইস্পাত সম্রাট লক্ষ্মী মিত্তলের ছেলে আদিত্য মিত্তলের বিয়ে। মনে আছে ? তো মিত্তল সাহেবও কিন্তু বিশ্ব বাংলায়, বিজিবিএস, মানে কিনা বেঙ্গল গ্লোবাল বিসনেস সামিটে এসেছেন কয়েকবার। কিন্তু, “সিন্ডিকেট-বান্ধব” বাংলায় শিল্পে বিনিয়োগের ভাবনা সম্ভবত মিত্তল সাহেবের মাথায় কখনও আসেনি। সেই মিত্তল সাহেবই থাকছেন উৎকর্ষ ওড়িশায়। না, কোনার্ক সূর্য মন্দির চত্বরে ছেলের বিবাহ বার্ষিকী পালনের প্রস্তাব নিয়ে নয়। মিত্তল সাহেব ভুবনেশ্বরে আসছেন জাপানি ইস্পাত সংস্থা নিপ্পন স্টিলের হাত ধরে। গুজরাতের সুরাতের খুব কাছেই আরব সাগরের তীরে মিত্তলদের আর্সেলর আর নিপ্পন স্টিলের যৌথ উদ্যোগে রমরমিয়ে চলছে ৯০ লক্ষ মেট্রিক টনের ইস্পাত কারখানা।
আর্সেলর মিত্তল এবং নিপ্পন স্টিল এবার ওড়িশার উপকূল জেলা, কেন্দ্রপাড়ায় বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা গড়তে চায়। ধাপে ধাপে বিনিয়োগ প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়াংগ্যাং এ পসকোর ২ কোটি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের বিশ্বের বৃহত্তম ইস্পাত কারখানাকেও ছাপিয়ে যাবে ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া। কারণ মিত্তল নিপ্পন যৌথ উদ্যোগে ২ কোটি ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন ইস্পাত কারখানা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।
এই দুই ইস্পাত প্রকল্প ওড়িশার শিল্প মানচিত্রের চেহারাই বদলে দিতে পারে। মানে, ওড়িশায় আরও দুই রৌরকেলা বা জামশেদপুর তৈরির সম্ভাবনা। ঠিক এই কারণেই ভুবনেশ্বর ছুটে গিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। দিল্লিতে বসে টের পাচ্ছি, ভারত সরকারের পূবে তাকাও নীতিতে ক্রমেই গুরুত্ব পাচ্ছে ওড়িশা আর অসম। প্রস্তাবিত ভরকেন্দ্র, বিশ্ব বাংলা থেকে সরছে। সরে যাচ্ছে দ্রুত।.”
অপর একটি এক্সবার্তায় তথাগতবাবু লিখেছেন, “এর পরের বার যখন পুরী যাবেন, সমুদ্রের তীরে “উড়ে” চাওয়ালা দেখে ধাই কিরি কিরি, ধাই কিরি কিরি বলে খিল্লি করার আগে দুবার ভাববেন। মনে রাখবেন, জিন্দল আর মিত্তলদের ইস্পাত কারখানার গেটের বাইরে হয়ত চপ বেচতে যাবে আপনারাই কোনও স্বজন। কোনও এক হতভাগা বাঙালি। কোনও এক দিন।”

লামডিং ও হোজাই সফরে রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ, পর্যালোচনা সরকারি কাজকর্মের

হোজাই (অসম), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : হোজাই জেলায় প্রথম সফরে এসেছেন অসমের রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। আজ মঙ্গলবার লামডিং থেকে হোজাই এসেছেন তিনি। হোজাইয়ের বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষ এবং লামডিঙের বিধায়ক শিবু মিশ্রের উপস্থিতিতে আজ তিনি হোজাই জেলাশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন।
পর্যালোচনা বৈঠকে ছিলেন হোজাইয়ের জেলাশাসক বিদ্যুৎ বিকাশ ভাগবতী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি, কৃষি, মৎস্য, রেশম চাষ, বন, সেচ সহ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তারা। তাঁরা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিষয়ে অগ্রগতির সর্বশেষ তথ্য প্রদান করেছেন রাজ্যপালকে। সকলের বক্তব্য শুনে রাজ্যপাল আত্মদর্শনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে সব বিভাগকে এমন ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে অনুরোধ করেছেন যেগুলির জন্য জরুরি মনোযোগ প্রয়োজন এবং সকলের কল্যাণের জন্য উন্নয়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা যায়।
জেলাশাসকের কার্যালয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে শেষে রাজ্যপাল আচার্য হোজাইয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান।
প্রসঙ্গত গতকাল সোমবার বিকালে অসমের রেলশহর লামডিং গিয়েছিলেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্রসাদ আচার্য। আজ মঙ্গলবার সকালে তিনি লামডিং কালীবাড়িতে গিয়ে মায়ের পূজার্চনা করেছেন।
এর আগে গতকাল লামডিঙে তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অসামরিক হাসপাতালে যান। হাসপাতালের নবনির্মিত ভবন পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল। পরিদর্শনকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।
সেখানে কিছুক্ষণ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে তিনি বলেন, লামডিঙে আসাটা গৌরবের ক্ষণ। রাজ্য সরকার বহু উন্নয়নমূলক কাজ করছে। রাজ্যে শান্তি এসেছে। এর পর তিন চলে যান রেলওয়ে গেস্ট হাউসে। সেখানে নৈশ যাপন করে আজ সকালে কালীমন্দিরে পূজা দিয়ে সোজা হোজাই এসেছেন তিনি।

এদের দৌড় তো নিজের দেশের অসহায় হিন্দুদের নির্যাতন পর্যন্ত ”, কটাক্ষ তথাগতের

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের কিছু অঞ্চলে হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে বলে ক্রমাগত অভিযোগ উঠছে। বিতর্ক হচ্ছে এ সব নিয়ে। মঙ্গলবার এ ব্যাপারে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।
এক্সবার্তায় তিনি লিখেছেন, “পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা ‘এপার বাংলা ওপার বাংলা’ বলে উচ্ছ্বাস করতেন তাঁরা আমার টাইমলাইনে বাংলাদেশী মুসলমানদের মন্তব্যগুলি দেখলে চিনে রাখবেন।
একদিকে হাবা ইউনুসের প্রশ্রয়, অন্যদিকে নৈরাশ্য, মূল্যবৃদ্ধি, আর মার্কিন সাহায্য বন্ধের কোপে পড়ে এই ইতর শ্রেণীর পাতি লেড়েগুলোর দাঁত-নখ বেরিয়ে আসছে। এদের দৌড় তো নিজের দেশের অসহায় হিন্দুদের নির্যাতন পর্যন্ত !”

এএপি-কে সমর্থনে সিদ্ধান্ত, দিল্লিতে কেজরিওয়ালের দলের হয়ে প্রচার করবে তৃণমূল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এএপি-র সমর্থনে দিল্লিতে প্রচারও করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সমাজবাদী পার্টির পর এবার তৃণমূল কংগ্রেসও কেজরিওয়ালের দলের সমর্থনে এগিয়ে এল।
তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর, দলীয় সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এএপি-র সমর্থনে প্রচার করবেন। আগামী ৩১ জানুয়ারি দিল্লির পূর্বাঞ্চল অধ্যুষিত এলাকায় ভোট প্রচার করবেন শত্রুঘ্ন সিনহা।

ওড়িশা আইআইটি হাব-এ উন্নীত হবে : অশ্বিনী বৈষ্ণব

ভুবনেশ্বর, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ওড়িশায় বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে, ওড়িশা উন্নীত হবে আইআইটি হাব-এ। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, ওড়িশায় বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ উৎকর্ষ ওড়িশার মাধ্যমে, ওড়িশা সারা বিশ্ব থেকে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ওড়িশায় এমন পরিবেশ তৈরি করেছেন যাতে সারা বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা ওড়িশায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। ওড়িশা একটি আইটি হাব হয়ে উঠবে।’

“তাঁর চিন্তাকে দেশ চিরকাল লালন করবে”, লালা লাজপত রায়কে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): লালা লাজপত রায়ের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
অমিতবাবু মঙ্গলবার এবার্তায় লিখেছেন, “”পঞ্জাব কেশরী” লালা লাজপত রায় জির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। ”লাল, বাল, পাল” ত্রয়ীদের একজন লাজপত রায় তাঁর নিজের ভাষা, নিজের পোশাক এবং স্বাধীনতার জন্য কঠোর লড়াই করেছিলেন। লালা জি ভারত মাতার স্বাধীনতার জন্য যুবকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ স্বাধীনতার স্ফুলিঙ্গকে একটি বিশাল শিখায় পরিণত করেছিল। তাঁর চিন্তাকে দেশ চিরকাল লালন করবে।”
প্রসঙ্গত, ’পঞ্জাব কেশরি’ নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন (জন্ম ২৮ জানুয়ারি ১৮৬৫)। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও লক্ষ্মী বিমা কোম্পানী স্থাপন করেছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের লাল-বাল-পালের অন্যতম নেতা। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে অংশ নেন। সেখানে তিনি পুলিশের লাঠিতে গুরুতর আহত হন। ১৯২৮ সালের ১৭ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রকাশ্যে বন্দুক হাতে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে শোরগোল সিউড়িতে

বীরভূম, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): পুলিশের কলার ধরে হুমকি দিল গ্রামবাসীরা। উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠি চালায়। আটক করা হয় অনেককে। মঙ্গলবার সকালে এরকম পরিস্থিতি হয় সিউড়িতে।
জমি সংক্রান্ত বিবাদ থেকেই অশান্তির সূত্রপাত। মঙ্গলবার সকালে এলাকায় অভিযুক্তেরা বন্দুক হাতে রীতিমতো দাপিয়ে বেড়ান। গুলিও ছোড়া হয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রামবাসীরাই অভিযুক্তদের ধরে বেঁধে ফেলেন। তারপর বেঁধে মারধর করেন অভিযুক্তদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সিউড়ি থানার পুলিশ।
ঘটনাস্থলে যান সিউড়ি থানার আইসি। অভিযোগ, সে সময় তাঁর কলার ধরে হুমকিও দেওয়া হয়। পুলিশ প্রাথমিক খবর পাওয়া পর্যন্ত ছ’জনকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

অর্থনীতি বলছে ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ও তাঁদের সাহায্য দরকার : শশী থারুর

তিরুবনন্তপুরম, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে খোঁচা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তাঁর মতে, দেশবাসী কষ্টে রয়েছে। মঙ্গলবার তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শশী থারুর বলেছেন, ’আমরা সবাই জানি, দেশবাসী এখন কষ্ট পাচ্ছে। কোনও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নেই, কোনও উল্লেখযোগ্য খরচ নেই। মধ্যবিত্তরা কষ্টভাব অনুভব করছে। আপনি যদি তথাকথিত লাইফস্টাইল পণ্যের দিকে তাকান, এই দেশের সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবন এবং মৌলিক আরামের জন্য যে জিনিসগুলি কেনেন, বিক্রি কমে যাচ্ছে এবং এই সবই, এটি একটি খারাপ লক্ষণ।’
কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে তাঁর প্রত্যাশা প্রসঙ্গে শশী থারুর বলেছেন, ’আমার একমাত্র প্রত্যাশা হল, অর্থমন্ত্রী এবং সরকার সাধারণ মানুষের পকেটে অর্থ ফেরত দেওয়ার আসল প্রয়োজনটি উপলব্ধি করবেন, যাতে তাদের জীবনযাত্রা সহজ হয়।’

হরিয়ানা দিল্লির ময়লা পরিষ্কার করবে না : অনিল ভিজ

আম্বালা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির প্রাক্তন মুখমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল হরিয়ানা সরকারের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন। কেজরিওয়াল বলেছেন, যমুনার জলকে ”বিষাক্ত” করেছে হরিয়ানা। কেজরিওয়ালের এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ বলেছেন, হরিয়ানা দিল্লির ময়লা পরিষ্কার করবে না। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনিল ভিজ বলেছেন, ’১০ বছর ধরে আপনি ক্ষমতায় আছেন, আপনার উচিত ছিল যমুনা পরিষ্কার করা। আপনি বলছেন, হরিয়ানা থেকে নোংরা জল আসছে, তাই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল তৈরি করুন এবং সোনিপত এবং ওখলায় জলের গুণমান পরীক্ষা করুন। কারা দায়ী তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। হরিয়ানা দিল্লির ময়লা পরিষ্কার করবে না। এটা কেজরিওয়ালের কাজ ছিল, কিন্তু তিনি নিজের কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। এর জন্য দিল্লির মানুষ তাঁকে শাস্তি দেবে।”

৩০ দিনের প্যারোল মঞ্জুর, স্বস্তি পেলেন গুরমিত রাম রহিম সিং

সিরসা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): স্বঘোষিত ধর্মগুরু ও ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিংকে ৩০ দিনের প্যারোল মঞ্জুর করেছে আদালত। প্যারোল মুক্তি পাওয়ার পর মঙ্গলবার হরিয়ানার সিরসায় নিজের ডেরা আশ্রমে পৌঁছেছেন গুরমিত রাম রহিম সিং। তাঁর আইনজীবী জিতেন্দ্র খুরানা বলেন, ’আইন অনুযায়ী তাঁকে ৩০ দিনের প্যারোল দেওয়া হয়েছে। প্যারোলের পরে, তিনি সকালে সিরসার (ডেরা) আশ্রমে পৌঁছেছেন। আইন অনুযায়ী, বছরে প্যারোল ৭০ দিনের জন্য এবং ২১ দিনের জন্য ফার্লো মঞ্জুর করা যেতে পারে। এটাকে কোনও নির্বাচন অথবা রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়।’
ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং-এর প্যারোল মঞ্জুর হওয়া প্রসঙ্গে হরিয়ানার মন্ত্রী অনিল ভিজ বলেছেন, ’প্যারোল আইন অনুযায়ী মঞ্জুর করা হয়। এটি কাউকে ঠিক সেভাবে দেওয়া হয় না।’

মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ও সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

কল্যাণপুরে কৃষকদের হাতে কৃষি যন্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৮ জানুয়ারি : কৃষি দপ্তরের উদ্যোগ এবং কল্যাণপুর কৃষি দপ্তরের তত্ত্বাবধানে আজ কল্যাণপুরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এলাকার ১৫ জন কৃষকের হাতে আধুনিক কৃষি যন্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুরের বিধায়ক শ্রী পিনাকী দাস চৌধুরী।তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কৃষকদের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কৃষকদের পাশে থেকে তাঁদের জীবনমান উন্নত করা সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আগামী দিনে কৃষি ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন সাধন করব এবং কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করব।" এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী সোমেন গোপ, মণ্ডল সভাপতি শ্রী নিতাই বল, কল্যাণপুর কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার শ্রী রূপক রায়, এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও কর্মকর্তারা। কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের উপকার হবে। আধুনিক কৃষি যন্ত্র ব্যবহারের ফলে জমিতে শ্রম খরচ কমবে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে। এর ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটবে।" অনুষ্ঠানে উপস্থিত কৃষকরাও সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তারা জানান, আধুনিক কৃষি যন্ত্র পেয়ে তাঁরা তাঁদের জমিতে কাজ করা আরও সহজ ও কার্যকর করতে পারবেন। এর ফলে সময় ও শ্রম দুই-ই সাশ্রয় হবে এবং উৎপাদনের গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে।ত্রিপুরা সরকারের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের এই ধরণের উদ্যোগগুলি কৃষিক্ষেত্রে নতুন দিশা তৈরি করছে। আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এবং সরকারি সহায়তা পেয়ে রাজ্যের কৃষকরা এখন আরও আত্মবিশ্বাসী এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছেন।

আতঙ্ক

● আটের পাতার পর

ভুগছিলেন। তিনি বিগত দুই দিন ধরে নিখোঁজ ছিলো বলেও জানিয়েছেন কাউন্সিলর। বিপুলের মৃতদেহ দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে যান কাউন্সিলর কাকলি মালাকার।কৈলাসহর থানার পুলিশ অফিসার উজ্জ্বল চৌধুরী সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, বিপুল শব্দকরের মৃতদেহ উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে মৃতদেহ তোলে দেওয়া হবে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর মূল কারণ জানা যাবে।

পুলিশ

● আটের পাতার পর

সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান করা হয় এবং প্রায় ১০ কেজি শুকনো গাঁজা সমেত ২জনকে আটক করেন তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইন অনুযায়ী মামলা নিয়ে তদন্ত করা হবে। পাশাপাশি সেই সময় এক নেশা কারবারি ঘটনাস্থলে আসে এবং পুলিশকে দেখে ঘটনাস্থল থেকে স্কুটি ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গাঁজা সহ টিআর০১-জি-৩৬৫১ নম্বরের অটো , টিআর০১- এএক্স- ৯৭৪৮ নম্বরের স্কুটি সহ ২ জনকে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়।

সফরে

● প্রথম পাতার পর

মানিক সাহা ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য, মুখ্যসচিব ও অন্যান্য সচিবদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবে ষোড়শ অর্থ কমিশন। ওই দিনেই বেলা দেড়টায় রাজ্য সরকারী অতিথিশালায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, টিটিএএডিসি ত্রিপুরা চেম্বার অব কমার্স প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠকে বসবেন অর্থ কমিশন। বুধবার বেলা আড়াইটার বিমানে সস্ত্রীক আগরতলায় আসবেন চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগেরিয়া।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঝাড়খণ্ড মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে আজ

রাঁচি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বুধবার ঝাড়খণ্ড মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে। মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় সূত্রে একথা জানা গেছে। বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় এবং মনিটরিং বিভাগ (সমন্বয়) মঙ্গলবার জানিয়েছে যে ২৯ জানুয়ারি বিকাল ৪টে থেকে ঝাড়খণ্ড মন্ত্রনালয়ের প্রকল্প ভবনে মন্ত্রিপরিষদের ঘরে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে। বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

ফাঁসির সাজাপ্রাপ্তকে মুক্তি শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : মঙ্গলবার এক ফাঁসির সাজাপ্রাপ্তকে বেকসুর খালাস করে দেওয়ার রায় দিল দেশের শীর্ষ আদালত। এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে ফাঁসির সাজাপ্রাপ্তকে মুক্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট।

মহারাষ্ট্রের এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে চন্দ্রভান সনাপকে ২০১৫ সালে ফাঁসির সাজা শোনায় বিশেষ মহিলা আদালত। নিম্ন আদালতের ফাঁসির রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চন্দ্রভান বোম্বে হাইকোর্টে আবেদন জানায়। কিন্তু বোম্বে হাইকোর্টও তার আবেদন নাকচ করে ফাঁসির শাস্তি বহাল রাখে। কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্ট চন্দ্রভানের পক্ষে রায় দেয়। জানা গেছে, বিচার ব্যবস্থায় ফাঁক রয়েছে এই যুক্তিতে অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত।

বাঘের গতিবিধি নিয়ে চিন্তিত বন দফতর নজরদারির পরিকল্পনা

বাঁকুড়া, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়ার নির্জন জঙ্গলে বাঘ স্থায়ীভাবে থাকতে চাইছে কি না, তা নিয়ে চিন্তিত বন দফতর। খাদ্যের সন্ধান, না কি নিরাপদ বাসস্থানের খোঁজে এই অঞ্চলে বাঘের আগমন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাঘটিকে এখনই বন্দি না করে নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা করেছে বন দফতর। বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, এবং পুরুলিয়ার জঙ্গলে গত এক মাসে ৩ বার বাঘ ঢুকে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। দলমার হাতির মতো, এই এলাকাগুলিতে বাঘের স্থায়ী বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে কি না, তা নিয়ে বন দফতর নজরদারি শুরু করেছে।

তবে বন দফতরের মতে, মধ্য ভারতে বাঘ থাকে এমন জঙ্গলগুলির সঙ্গে বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ার জঙ্গলের অনেক মিল রয়েছে। ঘন জঙ্গলের ভেতরে বুনো শূকর, হরিণ সহ প্রচুর তৃণভোজী প্রাণীর অস্তিত্ব বাঘের খাদ্যের অভাব পূরণ করছে। পাশাপাশি নিরাপদ আশ্রয়ও এই এলাকায় সহজলভ্য। এসব কারণেই বাঘ এই এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করছে।

তবে, বাঘের গতিবিধি নজরে রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেডিও কলার না থাকার কারণে নজরদারি কঠিন হয়ে পড়ছে। মানুষের উপস্থিতি টের পেলেই বাঘ তার অবস্থান বদল করে গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিচ্ছে। যদিও এই পরিস্থিতির মধ্যে আশার কথা হল, এখনও পর্যন্ত বাঁকুড়ায় কোনও বাঘ মানুষের ক্ষতি করেনি বা লোকালয়ে হানা দেয়নি। বন দফতর স্থানীয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাঘের গতিবিধির ওপর নজর রাখার পরিকল্পনা করছে।

এএপি ও বিজেপির জন্য ভুগতে হচ্ছে দিল্লিবাসীকে শচীন পাইলট

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): আম আদমি পার্টি ও বিজেপিকে একযোগে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট। মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শচীন পাইলট বলেছেন, এএপি ও বিজেপির জন্য ভুগতে হচ্ছে দিল্লিবাসীকে।

শচীন পাইলট বলেছেন, বিজেপি ও এএপি শুধু একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে, এতে দিল্লির জনগণের অসুবিধা হচ্ছে। এই কারণেই কংগ্রেস একমাত্র বিকল্প, মানুষের বিশ্বাস রয়েছে কংগ্রেসের ওপর।

ভারতীয় মৎস্যজীবীদের গুলি শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর, আহত ৫

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় মৎস্যজীবীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। গুলিতে অন্তত ৫ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মঙ্গলবার ভোরে ডেলফ দ্বীপের কাছে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দিল্লি।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরে ভারত মহাসাগরের ডেলফ দ্বীপ সংলগ্ন অঞ্চলে ১৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে আটক করার চেষ্টা করছিল শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। তাঁরা ভারত মহাসাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে শ্রীলঙ্কায় ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ। সেই সময় তাঁদের নিশানা করে গুলি চালায় শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। ওই মৎস্যজীবীরা তখন সবাই মাছ ধরার নৌকায় ছিলেন। শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর চালানো গুলিতে তাঁদের মধ্যে ২ জন গুরুতর জখম হয়েছেন। জাফনার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৎস্যজীবীদের দেখভাল করছে জাফনার ভারতীয় দূতাবাসের প্রতিনিধিরা। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ দিল্লি। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ঘটনার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে গাড়ির ধাক্কায় নিহত এক ,আহত ৫ জন

হাজারিবাগ, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : হাজারিবাগ-পাটনা সড়কে একটি এসইউভি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৬ জনকে ধাক্কা মারে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় ইব্রাহিম আনসারি (২২) ঘটনাস্থলেই মারা যান। জানা গেছে , নিয়ন্ত্রণহীন এসইউভি গাড়িটি লেকের দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসছিল এবং একে একে ৬ জনকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।পরে ওই গাড়ি নাগওয়া টোল প্লাজার কাছে স্থানীয়রা আটক করে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

রেল ইঞ্জিনের ধাক্কায় মৃত্যু সিভিক ভলান্টিয়ারের

গাজোল, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : গাজোলের ছোট কান্দর এলাকায় একটি রেল ইঞ্জিনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক সিভিক ভলান্টিয়ারের। একলাখির দিক থেকে গাজোলের দিকে আসছিল ওই রেল ইঞ্জিন। মৃতের নাম কেষ্ট বর্মণ (৩৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল থেকে কেষ্ট বর্মণকে রেললাইনের ওপর বসে থাকতে দেখেন অনেকে। সেসময় ওই লাইনে ট্রেন আসেনা। কিন্তু হঠাৎই একটি ইঞ্জিন যে চলে আসবে তা বুঝতে পারেননি কেষ্ট। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে যায় বিপত্তি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

অভিযান চালিয়ে গলগলিয়ায় আটক একাধিক পণ্যবাহী ট্রাক

কিশনগঞ্জ, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশেষ অভিযান চলিয়ে অবৈধভাবে বিভিন্ন সামগ্রী পাচারের অভিযোগে একাধিক পণ্যবাহী ট্রাক আটক করেছে কিশনগঞ্জ জেলা প্রশাসন। জানা গেছে, সোমবার রাতে এই অভিযানে ১০টি ট্রাক এবং সেইসব ট্রাকের চালক ও খালাসিদের আটক করা হয়েছে। জানা গেছে, সোমবার রাতে গলগলিয়া চেকপোস্টে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালায় বিশেষ টাস্ক ফোর্স। অভিযান চালিয়ে ১০টি ট্রাক আটক করা হয়। অভিযোগ, এই ট্রাকগুলিতে অবৈধভাবে বিভিন্ন সামগ্রী পাচার করা হচ্ছিল। এগুলি পরিবহনের বৈধ নথি ছিল না। ফলে পণ্য—সহ ট্রাকগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেই সঙ্গে ট্রাকচালক ও খালাসিদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

৪৮তম বইমেলার উদ্বোধনে মমতা বন্দোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্ক বইমেলা প্রাঙ্গণ থেকে সমস্ত বইপ্রেমীদের 'বই শুভেচ্ছা' জানান তিনি। তিনি জানান, এই বইমেলা শুধু বইয়ের মেলাই নয়, বটবৃক্ষের মতো। যা ঐতিহ্য, সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে বয়ে নিয়ে চলেছে।এই বিশাল আয়োজনের জন্য পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে—কে ধন্যবাদ জানিয়ে মমতা বলেন, 'আমি বলেছিলাম, একবার আমায় বাদ দিন। ওরা বলল, না হবে না। আসলে দেশের বইমেলাগুলির মধ্যে কলকাতা বইমেলা অন্যতম সেরা বইমেলা। আমি চাই, এই বইমেলা সেরার মধ্যে সেরা বইমেলা হোক।'

বইমেলার উদ্বোধন করে মমতা জানান, ডিজিটালের বাড়বাড়ন্তের মধ্যেও মানুষ বই পড়ছেন, পড়েন। গতবার বইমেলায় প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়েছিল। এবার সেই ভিড়ের নতুন রেকর্ড তৈরি হতে পারে বলে আশা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বই ঘর সাজানোর জিনিস নয়, হৃদয় সাজানোর জিনিস। তিনি চান, আরও বেশি করে মানুষ বই পড়ুক, কলকাতা বইমেলা আরও বড় হোক।

তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সিস্টেমের দ্বারা ই-ডিস্ট্রিক্ট পরিষেবা, ই-অফিস সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলি অতি সহজে সাধারণ জনগণ জানতে ও বুঝতে পারবেন। ভাষিণী প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হবে। তথ্য প্রযুক্তি আদান প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি স্কুল ও হাসপাতালগুলিতে ওয়াইফাই পরিষেবা প্রদানের পরিকল্পনাও রয়েছে বলে তিনি জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাষিণী ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার শৈলেন্দ্র পাল সিং। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন রাজ্য তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা জেয়া রাগুল গেশান বি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে কর্মশালায় ভাষিণী রাজ্যম সিস্টেম ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ পর্বে রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

নজির স্থাপন

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যক্ষদর্শীরা দেবু নাথের কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হাসপাতালের কর্মী ও স্থানীয় মানুষজন এই ঘটনা নিয়ে গর্বিত। অনেকেই মনে করছেন, দেবু নাথের এই সাহসী এবং মানবিক পদক্ষেপ সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

প্রসঙ্গত, ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা রাজ্যে সাধারণ মানুষের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকার মানুষজনের জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই পরিষেবা এক অত্যাবশ্যক মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেবু নাথের এই অভূতপূর্ব উদ্যোগ তা আবারও প্রমাণ করল।

কটাক্ষ জিতেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু জনগণকে আটকে রাখা সম্ভব নয়। আগামীকাল রবীন্দ্র ভবনের সামনেই জনসভা হবে। এদিন তিনি বিজেপি'র রঙ না মাখিয়ে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পুলিশকেও আবেদন জানিয়েছেন।

পাশাপাশি এদিন তিনি অভিযোগ করেন, শহরে বেশ কিছু জায়গায় সিপিআইএমের প্রচারসজ্জা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি খোদ জিতেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ির সামনে সিপিআইএমের প্রচারসজ্জা নষ্ট করেছে দুষ্কৃতিরা। এদিন তিনি প্রশ্ন করেন বিজেপির এতো কিসের ভয়। বিজেপি ক্ষমতায় থাকা সত্বেও তাঁদের কিসের এতো ভয়।

পরিজনেরা

● প্রথম পাতার পর

মৃত্যুর সুষ্ঠু বিচার চেয়ে আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসী আজ পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এই ঘটনার অভিযুক্তের সঠিক শাস্তি দিতে হবে।

ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে মিলন মেলা ২০২৫ কে ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৮ জানুয়ারি:ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে মিলন মেলা২০২৫। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাসের উদ্যোগে এবং ফটিকরায় ও রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ সহযোগিতায় চারদিনব্যাপী মেলায় থাকছে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী কুনাল গাঞ্জাওয়ালা, ইমন চক্রবর্তী সহ বহিঃরাজ্যের ব্যাণ্ডের অনুষ্ঠান। মেলা উপলক্ষে ফটিকরায়ে চলছে জোর প্রস্তুতি।

বুধবার থেকে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে বসছে ২০২৫ সালের মিলন মেলার আসর। এলাকার বিধায়ক তথা ত্রিপুরার মন্ত্রী সুধাংশু দাসের ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ফটিকরায় ও রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ সহযোগিতায় ফটিকরায়ের দ্বাদশ শ্রেনী মাঠে পঞ্চমবারের মতো বসছে এই মিলন মেলার আসর। ২৯ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলবে মেলা। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের হাত ধরে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই বেসরকারী মেলার।

মেলাকে কেন্দ্র করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মাঠ চত্তর। অনুষ্ঠানকে সফল করতে ইতিমধ্যেই জেলাস্তরীয় শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে চূড়ান্ত পর্য্যালোচনা বৈঠক সেরে নিয়েছেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মেলা সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে মন্ত্রী জানিয়েছেন এই মেলাকে সফল করতে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের সাথে আলোচনা করে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যানজটের সমস্যা মেটাতে ট্রাফিক ব্যবস্থার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সরকারী দপ্তরের স্টল বন্টনের ক্ষেত্রেও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে।মন্ত্রী জানান, আগামী ২৯ জানুয়ারী থেকে ১ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলা মেলার প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে স্থানীয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত চলবে ধামাকাদার মিউজিক্যাল নাইট। ৩০ শে জানুয়ারী রাতে থাকছে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী ৩১ শে জানুয়ারী ফকিরা ব্যাণ্ড এবং ১ ফেব্রুয়ারী থাকছে বিশিষ্ট সঙ্গিত শিল্পী কুনাল গাঞ্জাওয়ালার অনুষ্ঠান। মিলন মেলাকে ঘিরে ফটিকরায়বাসী তথা ঊনকোটি জেলাবাসীর মধ্যে উন্মাদনার পারদ চড়ছে বলে জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

সুরমা বিধানসভার দুর্গা চৌমুহনী ব্লকে কৃষি যন্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি:মঙ্গলবার বিকালে দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্ত্বাবধায়কের উদ্যোগে এবং দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভর্তুকিতে ১১জন কৃষকদের মধ্যে ট্রাক্টর প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুরমা বিধানসভার বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী আরডি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ, দুর্গাচৌমুহনী কৃষি তত্ত্বাবধায়ক বলেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ।অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন দুর্গা চৌমুহনী কৃষি তত্ত্বাবধায়ক বলেন্দ্র দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ সবার একটাই উদ্দেশ্য রাজ্যে যারা কৃষক আছে তাদের উৎপাদিত ফসল বাড়িয়ে কিভাবে দ্বিগুন করা যায়।

আমাদের একটা সময় গেছে জমিতে বলদ দিয়ে হাল চাষ করা হতো। এতে অনেক সময় নষ্ট হতো। গরীব কৃষকদের সহজে হাল চাষ করার জন্য আমাদের রাজ্যে সরকার কৃষকদের ভর্তুকি দিয়ে ট্রাক্টর ক্রয় করা সাহায্য করছে। এরপর উপস্থিত অতিথিরা ১১জন কৃষকদের হাতে কাগজপত্র সহ ট্রাক্টর তুলে দেন।

ধর্মনগর বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশনে বিপর্যয় মোকাবিলা সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৮ জানুয়ারি:মঙ্গলবার ধর্মনগর বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয় মোকাবিলা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর জিনিয়াস দেববর্মা, বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রঞ্জু শর্মা, ধর্মনগর পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন মিতালী দাস সেন, অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের আধিকারিক ও টি এস আর বাহিনীর প্রতিনিধি।

সেমিনারে ছাত্রছাত্রীদের বিপর্যয় মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক করণীয় সম্পর্কে সচেতন করা হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কীভাবে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সে বিষয়ে বিশদে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানটি পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী দাস সেন ও অন্যান্য অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানটি ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষা ও সচেতনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে চিহ্নিত হয়।

আনন্দেশ্বরী মন্দিরের উদ্বোধন করেন উপাধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি:আনন্দনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমে আজ আনন্দেশ্বরী মন্দিরের শুভ উদ্বোধন করেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। আনন্দনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমে আজ আনন্দেশ্বরী মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।

মন্দির প্রতিষ্ঠাতা সুভাষচন্দ্র সাহা আনন্দনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক। এদিন এই আশ্রমে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল জানান আশ্রমকে সুন্দর করার জন্য বিগত আশ্রমের সামনে থাকা ১৯ বছর আগের স্থায়ী দোকানের মালিকদের এগিয়ে আসতে হবে। মন্দিরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলার জন্য প্রত্যেককে এগিয়ে আসার আহবান রাখেন।

বীরগাথা ৪.০ এর সুপার-১০০ বিজয়ীদের মধ্যে ত্রিপুরার চার ছাত্র সম্মানিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি:বীরগাথা ৪.০ এর সুপার-১০০ বিজয়ীদের মধ্যে ত্রিপুরার চার ছাত্র সম্মানিত হয়েছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই চারজন বিজয়ীদের বীরগাথা সম্মাননা প্রদান করা হয়।

রাজ্যের চার ছাত্র- হৃদম রায় (শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল-), সাগর দেববর্মা (একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, খুমলুং), মেঘরাজ দেবরায় (আরকেএম বিদ্যালয়, বিবেকনগর) এবং ইশিকা শীল (তেলিয়ামুড়া এইচএস স্কুল) "বীর গাথা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তারা বীরগাথা ৪.০ এর সুপার-১০০ বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এই চারজন বিজয়ীদের মধ্যে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রী ইশিকা শীলকে বিদ্যালয়ের তরফে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় মঙ্গলবার বিদ্যালয়ের হলগৃহে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা এক রেলির মাধ্যমে বীরগাথা পুরস্কারপ্রাপ্ত সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ঈশিতা শীলকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসে। পরে বিদ্যালয়ের হলগৃহে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার ঘোষ এবং প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রণয় দেববর্মা সহ বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা সহ ছাত্রছাত্রীরা। ঈশিতার এই সাফল্যের জন্য বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জীবন কুমার ঘোষ, ঈশিতার এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

'আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন?' মদনকে প্রশ্ন তিলোত্তমার বাবার

পানিহাটি, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.): তিলোত্তমা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রাইয়ের ফাঁসি চান না মৃত চিকিৎসক তিলোত্তমার বাবা-মা। এই কথা কলকাতা হাইকোর্টে জানানোর পর থেকে তাঁরা শাসকদলের নেতাদের আক্রমণের মুখে পড়েছেন। তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র তাঁদের ক্ষতিপূরণ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, যা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। মদন মিত্র এদিন বলেন, 'মেয়ের ক্ষতিপূরণে টাকা লাগবে? সেটা পরিষ্কার করে বলুন। কয়েকশো কোটি টাকা ডাক্তারদের আন্দোলনে উঠে গেছে। চাইলে এখনই হাজার-হাজার কোটি টাকা তুলে দেওয়া যাবে। সেই টাকা দিয়ে মেয়ের নামে ভাল কাজ করুন।' তাঁর এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তিলোত্তমার বাবা।তিলোত্তমার বাবা বলেন, 'উনি তৃণমূলের নামকরা নেতা। উনি যত টাকা দিয়ে আমায় কিনতে চাইছেন, তার থেকেও বেশি টাকা আমি দেব। উনি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন। প্রথম দিন থেকেই টাকা দিয়ে বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। মঙ্গলবার উনি প্রকাশ্যে বলছেন। আমি বলছি, যত টাকা ওঁরা আমায় দিতে চান, তার থেকেও বেশি আমি ওঁদের দেব। কিন্তু আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিন।'

'যা বলেছি, ঠিক বলেছি': গর্জে উঠলেন কুণাল

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) : তিলোত্তমা—কাণ্ড নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াল তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের কথায়। আগেই তিলোত্তমার মা-বাবাকে নিশানা করেছিলেন তিনি। এবার সেই মন্তব্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে সাফ জানালেন, 'যা বলেছি, ঠিক বলেছি।'কয়েকদিন আগেই কুণাল তিলোত্তমার মা-বাবার চোখে জল নেই বলে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর সেই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। এর মধ্যেই প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তাপস পালের স্ত্রী নন্দিনী পাল মুখোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় কুণালের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, কেন কুণাল ঘোষ এত অসংবেদনশীল, রূঢ়? তাঁর এই পোস্ট নতুন করে বিতর্ককে উসকে দিয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কুণাল ফের বলেন, 'আমি যা বলেছি, ঠিক বলেছি।'

াঙ্গন

অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেটে শতদলকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো ক্রিকেট অনুরাগী

ক্রিকেট অনুরাগী-২৬৯/৪ দশমিঘাট সি সি- ১৩০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘুরে দাঁড়ালো ক্রিকেট অনুরাগী। প্রথম ম্যাচে হার স্বীকার করলেও দ্বিতীয় ম্যাচেই জয়ে ফিরেছে ক্রিকেট অনুরাগী। ১৩৯ রানের বড় ব্যবধানেই পরাজিত করলো শতদল সংঘকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনুর্ধ- ১৫ ক্রিকেটে। মঙ্গলবার তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগী প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৬৯ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে শতদল সংঘ ৩৫.১ ওভার খেলে ১৩০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ব্যাটিংয়ে ক্রিকেট অনুরাগীর বিজয় যাদবের ৬৩ রান, সপ্তদ্বীপ ঘোষ এবং অভিরূপ দাস, দুজনের ৫০ করে রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বিজয় ৮৫ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৩ রান পায়। সপ্তদ্বীপ ও অভিরূপ দুজনেই চারটি করে বাউন্ডারি ও একটি করে ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৫০ করে রান পায় তবে যথাক্রমে ৪৬ ও ৮৭ বল খেলে। বোলিংয়ে ক্রিকেট অনুরাগীর বিনীত দাসের (১০-১-২০-৪) প্রতিভা শতদলকে রুখে দেয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে আনে। এছাড়া, স্বর্ণাভ সাহা ৩২ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। শত দল সংঘের পাপাই দাস একটি উইকেট পেয়েছিল।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে তরুণ সংঘকে হারিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক এডি নগর পি.সি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক এডি নগর প্লে সেন্টারের। এবারকার অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে সদর চ্যাম্পিয়ন দল এডি নগর প্লে সেন্টার, অনূর্ধ ১৫ আসরেও জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে আজ মঙ্গলবার তরুণ সংঘকে ১৬৮ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে স্বাদ পেয়েছে জয়ের হ্যাটট্রিক-এর। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর ভিত্তিক অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এ গ্রুপের লিগ পর্যায়ের।

নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এডি নগর প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত পঞ্চাশ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৩২৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ময়ূখ চৌধুরীর ৬৯ রান এবং শুভ্রজিৎ পাল এর ৬৪ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ অনুপম ঘোষের ব্যক্তিগত ৫৭ রান সহযোগে ১৫৫ রানে দলের ইনিংস গুটিয়ে নেয়, ৪২.৫ ওভার খেলে। তরুণ সংঘের সৃজন দীপ দাস ৫৭ রানে চারটি উইকেট পেলেও ব্যাটার্সদের ব্যর্থতায় তা কাজে আসেনি। সায়ন মজুমদার সাত রানে এবং দিব্যজ্যোতি ধর ২০ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। দারুন ব্যাটিংয়ের প্রতিভা দেখিয়ে ময়ূখ চৌধুরী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অব্যবস্থার শিকার জাতীয় গেমসে খেলতে যাওয়া বাংলা দল

বাংলার মহিলা খো-খো দলে খেলোয়াড় ৩৬ জন। ট্রেনে আসন সংখ্যা ৬! জাতীয় গেমস খেলতে গিয়ে অব্যবস্থার শিকার বাংলার খো-খো দল। একই ট্রেনে যাচ্ছিলেন বাংলার মহিলা ফুটবল দল এবং সাঁতার দল। সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁদেরও। ট্রেনের মেঝেতে শুয়ে, বসেই জাতীয় গেমস খেলতে যেতে হয়েছে বাংলা দলকে।

গত শনিবার রওনা দিয়েছিল বাংলা দল। বাঘ এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে ছেড়েছিল রাত ১০টা নাগাদ। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় কাঠগোদাম পৌঁছয় ট্রেনটি। প্রায় ৩৭ ঘণ্টার ট্রেন যাত্রা। এত ক্ষণের পথ পার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বাংলা দলকে। সকলের জন্য রিজার্ভড টিকিট পাওয়া যায়নি। ওয়েটিং লিস্টেই থেকে গিয়েছিল বেশির ভাগ টিকিট। তাই কখনও বসে, কখনও ট্রেনের মেঝে শুয়েই বাংলার খেলোয়াড়দের জাতীয় গেমস খেলতে যেতে হয়েছে।

এ বারের জাতীয় গেমস খেলতে যাওয়ার আগে খেলোয়াড়দের জন্য আগাম চাকরির ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। পদক জিতলেই সুনিশ্চিত চাকরি ঘোষণা করেছিল ক্রীড়া দফতর। অথচ সেই জাতীয় গেমস খেলতে গিয়েই অব্যবস্থার শিকার হতে হল বাংলার খেলোয়াড়দের। সব খেলোয়াড়দের জন্য ট্রেনের টিকিটই জোগাড় করতে পারেননি কর্তারা। বেঙ্গল অলিম্পিক সংস্থার কর্তাদের ভূমিকা নিয়ে তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

মঙ্গলবার থেকে উত্তরাখণ্ডে শুরু ৩৮তম জাতীয় গেমস। প্রতিযোগিতার এক দিন আগেই উত্তরাখণ্ড পৌঁছে বাংলার খো-খো, মহিলা ফুটবল এবং সাঁতারের দল। ট্রেন যাত্রার কষ্ট যদিও মাথায় রাখছেন না বাংলার খো-খো দলের কোচ অঘর দাস। তিনি আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন, "প্রথম রাতে একটু সমস্যা হয়েছিল। বসে বসে যেতে হয়েছিল কিছু ক্ষণ। ছেলেরা মাটিতে কম্বল পেতে শুয়েছিল। তবে পরে সকলের জন্য আসনের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে কর্তারা সব সময় যোগাযোগ রেখেছিলেন। এক মাস আগেই টিকিট কাটা হয়েছিল। কিন্তু সকলের রিজার্ভেসন পাওয়া যায়নি। তাতেই সমস্যা হয়। তবে পরে ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। মঙ্গলবার দুপুরে আমাদের ম্যাচ রয়েছে। এখন সে দিকেই মনোযোগ দিয়েছি আমরা।"

শিল্ড জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করেছে মোহনবাগান, 'কঠিন ম্যাচ' জিতে বললেন কোচ মোলিনা

লের দখল বেশি বেঙ্গালুরু এফসি-র। গোলে শট বেশি করেছে তারা। কিন্তু ম্যাচ জিতে তিন পয়েন্ট পেয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে লড়াইটা যে এ রকমই কঠিন হবে, তা জানতেন মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনা। তবে সেই লড়াই জিতে লিগ জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি।সোমবার যুবভারতীতে সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতে খুশি মোলিনা। তিনি বলেন, "এ রকমই কঠিন ম্যাচের প্রত্যাশা ছিল। আমরা আক্রমণাত্মক খেলায় জোর দিই। তবে প্রথমার্ধে তা-ও যথেষ্ট ছিল না। বেশিরভাগ সময়ে বলের দখল ওদের কাছেই ছিল। ওরা ভাল গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল। তবে আমরাও কিছু ভাল আক্রমণ করেছি।"সোমবার আইএসএলে লড়াই ছিল এক বনাম তিনের। সেই ম্যাচে একটি মাত্র গোল হলেও ৯০ মিনিটের লড়াই ছিল উত্তেজনায় ভরা। ৭৪ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর করা একমাত্র গোলে ম্যাচ জিতে নেয় গত বারের শিল্ডজয়ীরা। লিগে ১২ নম্বর জয়ের পর মোলিনা বলেন, "আমাদের এখনও কিছু ম্যাচ বাকি। এখনও অনেক পরিশ্রম বাকি। আমাদের লড়াই করতে হবে। কিছু ম্যাচ জিততেই হবে। বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে আমরা শিল্ড জয়ের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কিন্তু কাজ শেষ হয়নি।"বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে তাদের মাঠে ০-৩ গোলে হেরেছিল মোহনবাগান। সোমবার সেই হারের বদলা নিয়ে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে জয়। তবে ঘরের মাঠ ও বাইরের মাঠে ম্যাচের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই বলেই জানালেন মোলিনা। তিনি বলেন, "ঘরের মাঠে আমাদের সমর্থকদের সামনে খেলা মানে এক জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় পাওয়া। তারা আমাদের উজ্জীবিত করে। তবে আমরা একটা দল হিসেবে পুরোপুরি সঙ্ঘবদ্ধ। অন্য স্টেডিয়ামেও আমাদের সমর্থকেরা থাকেন, যদিও তা ঘরের মাঠের মতো এত নয়। শুধু একটা অ্যাওয়ে ম্যাচে আমরা খারাপ খেলেছি। সেটা বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। তবে ওরা সে দিন জেতার মতোই খেলেছিল।"

কেন্দ্রের বিশেষ প্যাকেজ চেয়ে মোদিকেই টেক্কা! অন্ধ্রে তৈরি হবে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম

অন্ধ্র প্রদেশের নতুন রাজধানী অমরাবতীকে ঢেলে সাজানোর জন্য বিপুল অঙ্কের প্যাকেজ চাই! এই শর্তেই নাকি বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটে থাকতে রাজি হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের শাসক দল টিডিপি। এবার সেই রাজ্যই টেক্কা দিতে চলেছে বিজেপিশাসিত গুজরাটকে। জানা গিয়েছে, অমরাবতীতে বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়তে চলেছে অন্ধ্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। অর্থাৎ বিশ্বের বৃহত্তম হিসাবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের শিরোপা কেড়ে নিতে চলেছে অমরাবতী।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসিএ প্রেসিডেন্ট কেসিনেনি সিভান্ত জানান, ১ লক্ষ ৩২ হাজারেরও বেশি দর্শকাসনের একটি স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। তার জন্য ইতিমধ্যেই ৬০ একরের জমি বেছে নিয়েছে রাজ্য সরকার। অমরাবতীতে ২০০ একর এলাকায় স্পোর্টস সিটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে টিডিপি সরকারের। সেই সিটির অন্তর্ভুক্ত হবে এই স্টেডিয়াম। সিভান্তের কথায়, স্টেডিয়াম গড়ে তুলতে আর্থিক সাহায্য করবে বিসিসিআই। এছাড়াও রাজ্যবাসী অনুদান দেবেন এই স্টেডিয়ামের জন্য। নতুন স্টেডিয়াম তৈরি হলে গোটা বিশ্বের মানচিত্রে উঠে আসবে অমরাবতী। সবমিলিয়ে ৮০০ কোটি টাকা খরচ হবে এই স্টেডিয়াম গড়তে।প্রসঙ্গত, বহুদিন ধরেই অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হিসাবে অমরাবতীকে সাজিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছেন চন্দ্রবাবু। গত বছর অন্ধ্রের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর আরও উদ্যোগী হয়েছেন টিডিপি নেতা। এমনকি ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, লোকসভা নির্বাচনের পর এনডিএ সরকারে যোগ দেওয়ার জন্য যেসব শর্ত রেখেছিলেন চন্দ্রবাবু, তার মধ্যে অন্যতম হল অমরাবতীকে রাজধানী বানাতে সমস্ত রকম আর্থিক সহায়তা করবে কেন্দ্রীয় সরকার। চন্দ্রবাবুর এই দাবি মেনেও নিয়েছে মোদি সরকার। অমরাবতীর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বাড়তি ১৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্র তথা মোদি সরকারের থেকে আর্থিক প্যাকেজ পেয়ে মোদির নামাঙ্কিত স্টেডিয়ামকেই পিছনে ফেলে দেবে অন্ধ্র।

খেলবেন না রোহিত-যশস্বী

ফর্ম ফেরানোর জন্য রনজি ম্যাচে নেমেছিলেন রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়ালের মতো জাতীয় দলের তারকারা। কিন্তু সেই ম্যাচে রান আসেনি তাঁদের ব্যাটে। উলটে জম্মু-কাশ্মীরের কাছে হেরেছে তারকাখচিত মুম্বই। তারপরেই জানা গেল, রনজিতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে আর খেলবেন না রোহিত-যশস্বী। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজের প্রস্তুতি নেবেন দুই ওপেনার।

বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে বিপর্যয়ের পরই ভারতীয় বোর্ডের নিদান এসেছে তারকাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলার। সেই নির্দেশে মেনে মুম্বইয়ের হয়ে রনজি ট্রফিতে নেমেছেন রোহিত শর্মা। কিন্তু ব্যাটে রানের দেখা নেই। দুই ইনিংস মিলিয়ে রোহিতের রান মাত্র ৩১। যশস্বীর সংগ্রহ ৩০। পরপর দুই ইনিংসে ব্যাটিং ব্যর্থতার শিকার হয় মুম্বই। রনজিতে টানা তিন ম্যাচ জিতলেও জম্মু-কাশ্মীরের কাছে মুখ থুবড়ে পড়তে হয় অজিঙ্ক রাহানের দলকে।

তারপরেই জানা গিয়েছে, রোহিত-যশস্বীর ঘরোয়া ক্রিকেট পর্ব আপাতত শেষ। আগামী ৩০ জানুয়ারি মেঘালয়ের বিরুদ্ধে রনজি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে মুম্বই। কিন্তু সেখানে দুই তারকা ব্যাটার খেলবেন না।

বিলোনিয়া অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে বিকেআইকে হারিয়ে সোনাপুর জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। উত্তর বিলোনিয়া মাঠে মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত ম্যাচে অংশ নেয় সোনাপুর ও বিকেআই। দুই দলের এই ম্যাচে এদিন সহজ জয় ছিনিয়ে নিল সোনাপুর। সকালে উভয় দলের লড়াই শুরু হবার আগে বিকেআই টসে জিতে প্রথমে বের করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্রতিপক্ষের বোলারদের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে বিকেআই এর কোন ব্যাটসম্যানের পক্ষেই এক অংকের রানের গণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। অতিরিক্ত ৮ রানের সাহায্যে মাত্র ১৫ রানে বেটিং লড়াই শেষ করে নেয় বিকেআই। সোনাপুরের বোলারদের মধ্যে প্রীতম সূত্রধর একাই তুলে নেয় ৫টি উইকেট। এছাড়া ত্রিদিব নন্দী তিনটি ও কৌশিক সুর দুটি করে উইকেট নেয়। জবাবে জয়ের জন্য ১৬ রানে টার্গেট নিয়ে সোনাপুর ব্যাট করতে নেমে কোন উইকেট না হারিয়ে তুলে নেয় জয়ের প্রয়োজনীয় রান।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নতুন জটিলতা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর আগে অন্য চিন্তায় আইসিসি। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু প্রতিযোগিতা। তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতের সামনে কারা? উঠে আসছে বাংলাদেশের নাম। তেমনটা হলে দু'দল পর পর দু'বার নিজেদের মধ্যে খেলবে। আর যদি বাংলাদেশ রাজি না হয়, তা হলে প্রতিযোগিতার বাইরের একটি দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ভারতকে।

পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হলেও ভারত সে দেশে খেলবে না। রোহিত শর্মাদের সব খেলা হবে দুবাইয়ে। ফলে তাঁদের প্রস্তুতি ম্যাচও সেখানে হবে। প্রতিযোগিতার বাকি ছ'টি দল তাদের প্রথম ম্যাচ পাকিস্তানে খেলবে। ফলে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে দুবাই যেতে চাইছে না তারা। গ্রুপ পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ ২০ জানুয়ারি। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। সেটি তাদেরও প্রথম ম্যাচ। ফলে বাংলাদেশও ওই সময় দুবাইয়েই থাকবে। সেই কারণে তাদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচ দেওয়া হতে পারে বলে একটি সংবাদপত্র জানিয়েছে।

তবে সে ক্ষেত্রে একটি সমস্যা রয়েছে। দু'দল গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচ খেলবে। তার আগে প্রস্তুতি ম্যাচে মুখোমুখি হলে একে অপরের পরিকল্পনা ধরে ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বাংলাদেশ রাজি না-ও হতে পারে। ভারতও আপত্তি জানাতে পারে। তেমনটা হলে আইসিসির সামনে একটি রাস্তাই বাকি থাকবে। প্রতিযোগিতার বাইরে থাকা কোনও দলের সঙ্গে ভারতের প্রস্তুতি ম্যাচ রাখা। সে ক্ষেত্রে উঠে আসছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির নাম। তাদের মাটিতেই ভারত খেলবে। সুতরাং সেখানে তাদের সহজেই পাওয়া যাবে।চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হওয়ার আগে বার বার ভারতের জন্য সমস্যায় পড়েছে আইসিসি। ভারতের আপত্তিতেই প্রতিযোগিতার সূচি ঘোষণা হতে দেরি হয়েছে। হাইব্রিড মডেল-এ প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে হয়েছে। তার পর অধিনায়কদের ফোটোসেশন ও সাংবাদিক বৈঠক নিয়েও জটিলতা হয়েছে। সেটি কোন দেশে হবে তা নিয়ে তরজা তলছে। আয়োজক দেশ হিসাবে পাকিস্তানের দাবি, সেখানেই হবে সেই অনুষ্ঠান। কিন্তু ভারত রোহিতকে যেতে দিতে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠানও কি দুবাইয়ে যাবে, না রোহিতকে ছাড়াই তা হবে তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। তার মাঝেই এ বার প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ বাছতে নাজেহাল ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা।

পোলস্টারকে হারিয়ে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু জিবি প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লিগ অভিযান শুরু করেছে জিবি প্লে সেন্টারও। হারিয়েছে পোলস্টার ক্লাবকে। পোলস্টারের এটি টানা তৃতীয় পরাজয়। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ এ-এর লীগ পর্যায়ের। জিবি প্লে সেন্টার ৩৬৫ রানের বিশাল ব্যবধানে পোলস্টারকে পরাজিত করে বড় জয় দিয়েই লীগ অভিযান শুরু করেছে। টুর্নামেন্ট শুরুর ১০ দিনের মাথায় জিবি প্লে সেন্টারের এটি প্রথম ম্যাচে প্রথম জয়। নীপকো গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জিবি প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ৪৫৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শ্রেয়ান ভৌমিকের ১৩৩ রান, ঋদ্ধিমান দাসের ১১৭ রান এবং উদয় চৌধুরীর ৫৫ রান যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। শ্রেয়ান ১২০ বল খেলে তেরোটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩৩ রান পায়। ঋদ্ধিমান ৬৯ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি ও ছটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ১১৭ রান সংগ্রহ করে। উদয়ের ৫৫ রান এসেছে ৫০ টি বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে। জবাবে পোলস্টার ব্যাট করতে নামলে সেই ঋদ্ধিমানের ছোবল। ১৫ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট একাই তুলে নিয়ে পোলস্টারের ভিতভেঙে দেয়। ২৫.৩ ওভার খেলে ৮৮ রানে পোলস্টারের ইনিংস গুটিয়ে যায়। জিবি প্লে সেন্টারের প্রান্ত মালাকার পেয়েছিল দুটি উইকেট ১৯ রানের বিনিময়ে। উল্লেখ্য, পোলস্টারের ফারহান মিয়া ৯৭ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত তথা অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সৌজন্যে ঋদ্ধিমান দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের খেতাব।

বুমরাহর মাঠে নামা অসম্ভব!

অভাবনীয় কিছু না ঘটলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন না জশপ্রীত বুমরাহ। এমনটাই শোনা যাচ্ছে বিসিসিআইয়ের অন্দরে। সূত্রের খবর, চিকিৎসার জন্য হয়তো নিউজিল্যান্ডেও যেতে হতে পারে তারকা পেসারকে। আপাতত তাঁকে শারীরিক পরিশ্রম থেকে একেবারে দূরে থাকতে বলা হয়েছে। তার জেরেই আরও বড়সড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বুমরাহর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলা নিয়ে।

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির টেস্টের দ্বিতীয় দিনে আচমকাই মাঠে ছেড়ে বেরিয়ে যান বুমরাহ। দ্বিতীয় ইনিংসে আর বল করতে পারেননি। চোটের কারণে নামতে পারেননি ইংল্যান্ড সিরিজেও। তবে বুমরাহকে রেখেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল গঠন করেছে ভারত। এহেন পরিস্থিতিতে বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বুমরাহ। গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে বিসিসিআইকেও। নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত সার্জেন রোয়ান শাউটেনই আগের বার বুমরাহর অস্ত্রোপচার করেছিলেন। এবারও চোট সারাতে তাঁরই দ্বারস্থ হয়েছেন তারকা পেসার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিসিসিআই সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শাউটেনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বোর্ডের মেডিক্যাল টিম। দরকার হলে বুমরাহকে নিউজিল্যান্ডে পাঠানো হতে পারে। ইতিমধ্যেই বুমরাহর চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে শাউটেনের কাছে। তিনি বললেই নিউজিল্যান্ডে উড়ে যাবেন বুমরাহ। তবে তারকা পেসার নিজেই মাঠে নামা নিয়ে অযথা তাড়াহুড়ো করতে চান না। পরবর্তী সময়ের কথা ভেবে বুমরাহকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চাইছে না বোর্ডও। বড়সড় মিরাকল না হলে বুমরাহ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন না।

কিন্তু বুমরাহ না খেললে তাঁর পরিবর্ত কে হবেন? বিসিসিআই সূত্রে খবর, দুই পেসারের নাম নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে- হর্ষিত রানা এবং মহম্মদ সিরাজ। আপাতত এই দুজনকে মেগা টুর্নামেন্টের জন্য তৈরি রাখা হচ্ছে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। তার দিনদশেক আগেই চূড়ান্তভাবে জানা যাবে, বুমরাহ আদৌ খেলবেন কিনা।

ভারত স্পর্শ করল অস্ট্রেলিয়াকে

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ২০২৪ সালের সেরা টেস্ট ক্রিকেটার হিসাবে বেছে নিয়েছে জসপ্রীত বুমরাহকে। ১৩টি টেস্টে ৭১টি উইকেট নিয়ে এই স্বীকৃতি পেয়েছেন ভারতের অন্যতম সেরা বোলার। ষষ্ঠ ভারতীয় হিসাবে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বুমরাহ। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

আইসিসি কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে ছ'জন ভারতীয়কে বছরের সেরা টেস্ট ক্রিকেটার হিসাবে বেছে নিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে ২০০৪ সালে প্রথম বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের সম্মান পেয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর পর ২০০৯ সালে গৌতম গম্ভীর, ২০১০ সালে বীরেন্দ্র সহবাগ, ২০১৬ সালে রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং ২০১৮ সালে বিরাট কোহলি এই সম্মান পেয়েছিলেন। বুমরাহের সাফল্যে ভারত ছুঁয়ে ফেলল অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড। অস্ট্রেলিয়ারও ছয় ক্রিকেটার আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার হয়েছেন। একমাত্র স্টিভ স্মিথ দু'বার এই সম্মান পেয়েছেন। তিনি ২০১৫ এবং ২০১৭ সালে বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার হন।

২০২৪ সালে টেস্ট ক্রিকেটে উইকেট নেওয়া ক্ষেত্রে বিশ্বের কোনও বোলার বুমরাহের ধারে কাছেও নেই। ভারতের খেলা বছরের সব টেস্ট সিরিজেই বল হাতে সফল হন বুমরাহ। তাঁর ১৩টি ম্যাচে ৭১ উইকেটের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ডের গাস অ্যাক্টিনসন। তিনি ১১টি টেস্টে ৫২টি উইকেট নিয়েছিলেন।

দু'বছরের নির্বাসনের ছায়ায় সিনার

অস্ট্রেলীয় ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও শাস্তির ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি ইয়ানিক সিনার। রবিবার অস্ট্রেলীয় ওপেনের ফাইনালে ৬-৩, ৭-৬ (৪), ৬-৩ ফলে সিনার হারান জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভকে। এই নিয়ে নিজের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতলেন সিনার।

কিন্তু তার পরেও কি চিন্তা দূর হবে এই ইটালীয় তারকার? এপ্রিলের ১৬-১৭ তারিখ কোর্ট অব আরবিট্রেশনে (ক্যাস) সিনারের ডোপ মামলার শুনানি হবে। সেই রায় যদি এই তাঁর বিরুদ্ধে যায়, তা হলে দু'বছর নির্বাসিত হতে পারেন সিনার।

কোর্টের বাইরেও সিনারকে কম লড়াই করতে হচ্ছে না। গত বছরে তাঁর ডোপিংয়ে জড়ানোর কথা সামনে আসার পরে টেনিস বিশ্বে সমালোচনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। টেনিসের দুর্নীতি দমন শাখা জানিয়েছিল, দু'বার ডোপ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন সিনার। তবে সিনারকে বড়সড় কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। কারণ তিনি জানিয়েছিলেন, ভুল করে এই ঘটনা ঘটেছিল। এই নিয়ে সর্বোচ্চ ক্রীড়া আদালতে (ক্যাস) আবেদন করেছে ওয়াডা। যার শুনানি এপ্রিলে।

তাঁর বিরুদ্ধে চলা এই মামলা নিয়ে সিনার বলেছেন, "এই ধরনের ব্যাপার মাথা থেকে সরিয়ে দেওয়াটা সহজ নয়। আমার ভাগ্য ভাল, পাশে অনেককে পেয়েছি। আমার টিম ভরসা রেখেছিল। ওদের সঙ্গে আমি খোলা মনে কথা বলতে পারি।" বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় আরও বলেছেন, "আমার টিমের একটা অংশ দেশে আছে। আমার পরিবার। একই সঙ্গে ড্যারেন ক্যাহিলকে বলতে চাই, সম্ভবত এটাই কোচ হিসেবে আপনার শেষ অস্ট্রেলীয় ওপেন। দারুণ লাগছে এই ট্রফি জয়ের আনন্দ আপনার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পেরে।'

ইডেনে খেলবেন না শুভমন, অঙ্কই ভরসা বাংলার

ব্যক্তিগত কাজের জন্য বাংলার বিরুদ্ধে না খেলার অনুমতি চেয়েছিলেন শুভমন। শেষ ম্যাচ চলাকালীন পঞ্জাব দলকে তিনি এই বিষয়ে জানান। ভারতীয় বোর্ডের কাছেও ছুটি চান।

ব্যক্তিগত কাজের জন্য বাংলার বিরুদ্ধে না খেলার অনুমতি চেয়েছিলেন শুভমন। শেষ ম্যাচ চলাকালীন পঞ্জাব দলকে তিনি এই বিষয়ে জানান। ভারতীয় বোর্ডের কাছেও ছুটি চান। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে তাই শুভমনকে ছাড়াই বাংলার সঙ্গে খেলবে পঞ্জাব।

বাংলার বিরুদ্ধে নেই পঞ্জাবের একাধিক তারকা ক্রিকেটার। অভিষেক শর্মা ও আরশদীপ সিংহ ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের হয়ে খেলছেন। সেই দলে সুযোগ পেয়েছেন রামনদীপ সিংহও। নীতীশ কুমার রেড্ডি ও রিঙ্কু সিংহ চোট পেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরে রামনদীপকে ডাকা হয় ভারতীয় দলে। তিনি শেষ রঞ্জি ম্যাচ খেলেছিলেন। কিন্তু বাংলার বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না। পঞ্জাব যদিও নিয়মরক্ষার ম্যাচ খেলতে আসছে। দ্বিতীয় পর্বে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই তাদের। লক্ষ্মীরতন শুক্লদের সামনে এখন অঙ্কই শুধু ভরসা।

একেবারে অলৌকিক ঘটনার অপেক্ষা করতে হবে তাদের। বাংলার ছয় ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট। তারা গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে বাংলাকে বোনাস পয়েন্ট-সহ জিততে হবে। পাশাপাশি প্রার্থনা করতে হবে, বিরাট অঘটন ঘটিয়ে বিহার যেন কেরলকে হারিয়ে দেয়। কর্নাটকও যেন হরিয়ানার কাছে হারে বা ম্যাচ ড্র হয়। সে ক্ষেত্রে হরিয়ানা যেন প্রথম ইনিংসের লিড নেয়। বাংলা ও কেরল দুই দলেরই পয়েন্ট তখন হবে ২১। গ্রুপে দুই দলের পয়েন্ট সমান হলে দেখা হয় নিজেদের মধ্যে ম্যাচে কারা

ইতিহাস মন্ধানার

ভারতের মহিলা ক্রিকেটে ইতিহাস স্মৃতি মন্ধানার। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ২০২৪ সালের সেরা মহিলা এক দিনের ক্রিকেটার হিসাবে বেছে নিয়েছে মন্ধানাকে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার আইসিসির বর্ষসেরা এক দিনের ক্রিকেটারের সম্মান পেলেন মন্ধানা। এমন কৃতিত্ব ভারতের আরও কোনও মহিলা ক্রিকেটারের নেই।

নিউ জিল্যান্ডের সুজি বেটসের পর বিশ্বের দ্বিতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে এক দিনের ক্রিকেটে আইসিসির বর্ষসেরা হয়েছেন মন্ধানা। তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু, দক্ষিণ আফ্রিকার লরা ওলভার্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। তিন প্রতিপক্ষকে টপকে সেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন মন্ধানা। ভারতীয় মহিলা দলের সহ-অধিনায়ক ২০২৪ সালে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে করেছেন

এমবিবি কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি : মঙ্গলবার আগরতলার এমবিবি কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য ,মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। নবীন বরণ উৎসবে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য ও মেয়র দীপক মজুমদার নবাগত প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন।

এদিন নবীন বরণ উৎসবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন একটা সময় ছিল যখন কলেজে পড়াশোনা করতে গিয়েও ছাত্রদের নানাভাবে হেনস্তার শিকার হতে হত। কিন্তু এখন দিনকাল পরিবেশ পাল্টে গেছে। এখন স্কুল কলেজে শিক্ষার নির্মল পরিবেশ ফিরে এসেছে। শিক্ষানীতিও পরিবর্তন হয়েছে।

এখন শিক্ষাঙ্গনে হানাহানি মারামারি নেই। নবীন বরণ উৎসবের মধ্য দিয়ে স্কুলের বড় দাদাদিদিরা ছোটদের স্নেহ করে বরণ করে নেয়। এই নির্মল শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গাঁজা সহ দুই যুবক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি: গাঁজা সহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তার সঙ্গে একটি অটো এবং একটি স্কুটি আটক করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাবাড়ি এলাকায়। এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে।

মঙ্গলবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত দূর্গা বাড়ি শ্মশান এলাকাতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা, অটো গাড়ি, স্কুটি সহ ২ জনকে আটক করতে সক্ষম হয় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। এই অভিযানের নেতৃত্বে এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডল সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরা। ওসি অভিজিৎ মন্ডল জানান গোপন

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকদের মত বিনিময় সভায় বরিষ্ঠ সাংবাদিকরা

দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি: অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস - র (এওজে) উদ্যোগে আয়োজিত 'বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাংবাদিকতা'- শীর্ষক আলোচনা ও মতবিনিময় সভায় সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ববোধ ও মূল্যবোধের বিকাশে গুরুত্ব আরোপ করেছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিকরা।

আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ সাংবাদিক শেখর দত্ত, শানিত দেবরায়, প্রণব সরকার ও জয়ন্ত দেবনাথ আলোচ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। বর্তমান সময়ে পেশাগত নিরাপত্তার চেয়েও দক্ষতা বৃদ্ধি সংবাদ মাধ্যমের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন প্রবীণ সাংবাদিকরা। সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণীত না হলেও পেশাগত মর্যাদা ও দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বত:প্রণোদিত নিয়মাবলী এদেশে কার্যকরী রয়েছে।

এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমের গুণগতমান অক্ষুণ রাখতে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত স্তরে আরো বেশি দায়িত্বশীল ও নীতিবান হওয়ার মত উঠে এসেছে এওজে ”র আজকের সভায়।

নবীন- প্রবীণ মিলিয়ে ৭০ জন বার্তাজীবী আজকের অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং ব্যক্তিগত স্তরে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত পরিস্থিতি প্রণয়নের পক্ষে সওয়াল করেন। অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন এবং সরকারি সহযোগিতার ব্যাপ্তি আরো কিভাবে সাংবাদিকদের জন্য বাড়ানো যায় সেই ব্যাপারেও অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্টস”র প্রতি আহ্বান জানান কর্মরত সাংবাদিকরা। সাংবাদিকদের বেতন - ভাতা এবং সুযোগ, সুবিধার সম্প্রসারণ যাতে আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় সে বিষয়েও আলোকপাত করেন কর্মরত সাংবাদিকরা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ঘন ঘন এই জাতীয় আলোচনা সভা ও মতবিনিময় ছোট আকারে হলেও সংগঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

পুরনো কর্মচারীর রহস্যজনক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি: মিষ্টি দোকানের কারখানায় ২০ বছরের পুরনো কর্মচারীর মাথায় আঘাত লেগে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। মৃতের ছেলের অভিযোগ, তাঁর বাবাকে খুন করা হয়েছে। কারণ, কিছুদিন পূর্বে ওই কারখানায় কর্মরত এক ব্যক্তির সাথে তাঁর বাবার ঝগড়া হয়েছিল। তারপরই তাঁর বাবার মাথায় আঘাত লেগে মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বাধারঘাটস্থিত মিষ্টি কারখানায় দীর্ঘদিন ২০ বছর ধরে কর্মরত ছিলেন জীবন ঘোষ। তাঁর বাড়ি বিশালগড়ে। কিন্তু জয়নগরের সেই মিষ্টি দোকানের মালিকের কারখানা আছে বাধারঘাটে। ওই কারখানায় কাজ করতেন জীবন। কিন্তু ১৫ জানুয়ারি পরিবারের সদস্যদের কাছে খবর আসে জীবন ঘোষের মাথায় আঘাত লেগেছে। তাঁকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃতের ছেলের দাবি তাঁকে খুন করা হয়েছে।

এবিষয়ে মৃতের ছেলে জানিয়েছেন, তাঁর বাবাকে খুন করা হয়েছে। কারণ, গত কিছু আগে মালিকের স্ত্রী ফোন করে জানিয়েছিলেন তাঁর বাবার সাথে ওই কারখানায় কর্মরত এক বহিঃ রাজ্যের কর্মীর সাথে বিবাদ হয়েছিল। তার কিছুদিন পরই গত ১৫ জানুয়ারী জীবনের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। তার থেকে সবচেয়ে অবাক করার বিষয় ২০ বছরের পুরনো কর্মচারীকে গত ১৫ জানুয়ারি থেকে মঙ্গলবার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত একবার জিবি হাসপাতালে দেখতে যাননি দোকান মালিক। এক টাকা পর্যন্ত দেননি। অথচ তার কারখানা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় জীবন ঘোষকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল। ওই ঘটনায় মৃতের পরিবারের সদস্যরা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। তাই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাইছেন জীবন ঘোষের ছেলে।

কংগ্রেস নেত্রীদের হাতে শিক্ষক হেনস্থা, নিন্দা মহিলা কং সভানেত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি : ট্রেন যাত্রাকালে দুই ছাত্রী সহ শিক্ষককে হেনস্থা প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলন করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, ২৬ জানুয়ারি তেলিয়ামুড়া থানাধীন হদ্রাইস্থিত হরি রাধা বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক পরিতোষ পাল বিদ্যালয়ের ২ ছাত্রীকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে ট্রেনে যাত্রা করেন। ট্রেনে দুই ছাত্রীর সাথে শিক্ষককে দেখে তাদের চেপে ধরেন কয়েকজন কংগ্রেস নেত্রী। কারণ ওই শিক্ষকের কাছে দুই ছাত্রীকে হোস্টেল থেকে বের হওয়ার কোনও অনুমতিপত্র ছিলনা। শিক্ষক বিভিন্নভাবে নিজের সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও কংগ্রেস নেত্রীরা কোনও কথা শুনেননি। তারা ওই শিক্ষককে পুলিশের হাতে তুলে দেন। শেষ পর্যন্ত দুই ছাত্রীর অভিভাবককে থানায় আসলে তিনি ছাড়া পান। কংগ্রেস নেত্রীদের ভূমিকায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সোমবার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের হয়ে বিচার চেয়ে স্কুল বয়কট করে বিক্ষোভ দেখায়। এদিকে নেত্রীদের বিরুদ্ধে রেল পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন শিক্ষক পরিতোষ পাল।

এদিকে, আজ সাংবাদিক সম্মেলন করে শিক্ষক হেনস্থার ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা করেছেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী। পাশাপাশি প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, কংগ্রেসের মহিলা নেত্রীদের দ্বারা শিক্ষককে এভাবে হেনস্থা করার বিষয়টি অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ঘটনাটি শিক্ষক পরিতোষ পাল যেন বিষয়টি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেন, কারণ ঘটনাটি সন্দেহ বশে হয়েছে।

পাশপাশি তিনি এটাও বলেন, ওই শিক্ষক হেনস্থার ঘটনার সাথে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী এবং জেলা সভানেত্রী যুক্ত ছিলেন না। তাদের অজান্তে এসবকিছু ঘটেছে। সংবাদ মাধ্যমে তথা সামাজিক মাধ্যমে এই ঘটনার সাথে তাদের নাম যুক্ত করার পেছনে অন্য কোনও চক্রান্ত থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

এদিকে, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর দেখে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তিনি। এই ঘটনার সম্পর্কে তিনি পূর্বে জানতেন না। পাশাপাশি তিনি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

সমগ্র শিক্ষা ভবনে তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি : ভলেন্টিয়ারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের যৌথ উদ্যোগে তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের উপর রাজ্যস্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সমগ্র শিক্ষা ভবনের কনফারেন্স হলে তামাকমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নের কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, ভ্যাটের সভাপতি শ্রীলেখা রায়, শিক্ষা দপ্তরের ও এস ডি মোহাম্মদ সেলিম সহ অন্যান্যরা। ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অফিসার ডঃ শুভঙ্কর পাল বলেন, আজকের এই কর্মশালায় রাজ্যকে নেশামুক্ত তথা তামাকমুক্ত করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তামাকমুক্ত রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বকেয়া বেতনের দাবিতে সুলভ কর্মীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি: গত তিন মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না জিবি হাসপাতালের প্রায় ৬০০ জন সাফাই কর্মী। এমনটাই অভিযোগ ঠিকেদার সংস্থার কর্তাকে ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন প্রদান করা হোক।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এক সুলভ কর্মী বলেন, আউটসোর্সিং ঠিকেদারদের অধীনে দীর্ঘদিন ধরে জিবি হাসপাতালে প্রায় ৬০০ জন সুলভ কর্মী কাজে নিযুক্ত আছেন। তাদেঁর অভিযোগ, দীর্ঘ তিন মাস ধরে তাদের বেতন প্রদান করা হচ্ছে না। গত ডিসেম্বর মাসে ঠিকেদার সংস্থার কর্তার সাথে দেখা করলে তিনি জানান গত ১৮ ডিসেম্বর তাদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাদের বেতন প্রদান করা হয়নি। এবিষয়ে ঠিকেদার সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করলে বেতন প্রদান নিয়ে তালবাহানা করছেন তাঁরা। তাতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। তাই বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তাঁরা। এদিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঠিকেদার সংস্থার কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গতকাল ব্যাঙ্কে কর্মীদের একমাসের বেতন জমা দেওয়া হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে ডিসেম্বর মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হবে। তাঁদেরকে একথা জানানোর পরও কেন তাঁরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

আইইএম - ইউইএমের সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি: খ্যাতনামা ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা (আইইএম) এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা (ইউইএমকে) নিউ টাউনের বিখ্যাত বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে তাদের জমকালো সমাবর্তন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করল। ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি বিশেষ অতিথি, অভিভাবক এবং উতাহী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে স্নাতকদের একাডেমিক কৃতিত্ব উদযাপন করে।

সমাবর্তন দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল: আইইএম-এর জন্য সকালের অধিবেশন এবং ইউইএমকে-এর জন্য বিকেলের অধিবেশন, প্রতিটি অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা, আনুষ্ঠানিকতা এবং ডিগ্রী প্রদান দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা ও জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে। এরপর ঐতিহ্যবাহী প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও আবাহন গানের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডক্টর সত্যজিৎ চক্রবর্তী, আইইএম-এর পরিচালক, যিনি স্নাতকদের অভিনন্দন জানান এবং সমাজে ইতিবাচকভাবে অবদান রাখার আহ্বান জানান ডক্টর অ্যান্ড্রু আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, ডেপুটি হাইকমিশনার, যুক্তরাজ্যের সমাবর্তন, উনার ভাষণ শিক্ষার্থীদের বিশ্বব্যাপী সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। জনাব মনজিৎ নায়ক (পরিচালক, এসটিপিআই), ডক্টর শুভ্রাংশু সান্যাল (সিইও, আইআইএম কলকাতা ইনোভেশন পার্ক), অসীম সোনি, সিইও - সুইজগ্রুপ, জনাব সাকেত মোহতা -ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও - মেরলিন গ্রুপ সহ বিশিষ্ট অতিথিরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। গ্র্যাজুয়েটরা তাদের ডিগ্রী সার্টিফিকেট পাওয়ার আগে ডঃ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি গৌরবময় স্নাতক শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় ডক্টর দেবিকা ভট্টাচার্য্য, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, আইইএম, এবং জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে।UEMK অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. ফিলিপ ব্র্যাডফোর্ড, প্রফেসর ড. চার্লস রুবেনস্টেইন, এবং প্রফেসর ড. সন ভুয়াং, প্রফেসর ড. বিমল রায়, শ্রী আর. বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ছয়জন বিখ্যাত ব্যক্তিকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

সিপিআইএম ২৪তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে শহরে বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ জানুয়ারি: আগামী ২৯শে জানুয়ারি সিপিআইএম ২৪তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রচারের অঙ্গ হিসেবে বিলোনিয়া শহরে এক বাইক র‍্যালি সংঘটিত করে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে এগারোটায় সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্য্যালয় থেকে এই বাইক র‍্যালিটি শুরু হয়। বাইক রেলীটি শহরে বিভিন্ন পথ,ভারত চন্দ্র নগর এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় সিপিআইএম বিভাগীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

বাইক মিছিলে ছাত্র যুবক ও সিপিআইএমের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটি আয়োজিত বাইক রেলী শেষে সংবাদমাধ্যমের সামনে সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দত্ত বলেন, আগামী ২৯শে জানুয়ারি থেকে ৩১শে জানুয়ারী ২৪ তম সিপিআইএম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগরতলা। রাজ্য সম্মেলন কে সামনে রেখে এই প্রচার কর্মসূচি।

তিনি বাইক মিছিল থেকে আহ্বান রাখেন রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, যুবকদের কর্মসংস্থানের উপর সংকট তৈরী হয়েছে। উন্নয়ন থমকে গেছে। এর প্রতিবাদ জানাতে সমস্ত চক্রান্ত প্রতিহত করে আগামীকাল সমাবেশে যাওয়ার আহ্বান রাখেন। সিপিআইএম আয়োজিত বাইক রেলিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য বিধায়ক দীপংকর সেন। সিপিআইএম মহকুমা,অঞ্চল নেতৃত্ব, এছাড়াও বামপন্থী গনসংগঠনের বিভিন্ন কর্মী সমর্থকগন।

রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরস্বতী ঠাকুর বড়দোয়ালিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জানুয়ারি : অন্যান্য বছরের ন্যায় আগরতলা পুর নিগমের ৪০ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে চতুর্থতম বাণী বন্দনার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। সেই উপলক্ষ্যে রাজ্যের সবচেয়ে বড় সরস্বতী মূর্তি তৈরি হচ্ছে বড়দোয়ালীতে।

আগরতলা পুর নিগমের ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে বড়দোয়ালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত এই পূজা ও মেলা চলবে ৯দিন ধরে। এবছর ৪০ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন দৃষ্টিনন্দিত প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

এদিকে, সরস্বতী পূজা কে ঘিরে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে উদ্যোক্তারা। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার হাত ধরে উদ্বোধন হবে এই সরস্বতী প্যান্ডেল। সেদিন ৪০ নং ওয়ার্ড অন্তর্গত ৭০ মায়েদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে বলেও জানিয়েছেন পূজার আয়োজকরা।

৩ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজা করা হবে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় পুতুল নাটক মোকাভিনয় ও যেমন খুশি তেমন সাজ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বিখ্যাত শিল্পী বৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত নটী বিনোদিনী যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় বিখ্যাত শিল্পী বৃন্দ দ্বারা বাউল গানের আসর। ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় বাবা তারকনাথ যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় মহিলাদের নিয়ে বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান যেমন শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, মিউজিক্যাল বল প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি অর্কেস্ট্রা পরিবেশনায় বিশিষ্ট শিল্পী বৃন্দ ও সমগ্র অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। গত তিনবারের মতো এবারও নয় দিনব্যাপী আয়োজিত পূজা এবং মেলাকে ঘিরে সকল দর্শনার্থীদের পূজা প্রাঙ্গনে আসার আমন্ত্রণ জানান উদ্যোক্তারা।

দীঘিতে মৃতদেহ ভাসতে দেখে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ২৮ জানুয়ারি : কৈলাশহরের কাতল দীঘিতে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুর পরিষদের কাউন্সিলর মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারলেও মৃত্যুর কারণ এখনো জানা যায় নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, কৈলাশহরের কাতল দীঘিতে মৃতদেহ ভাসতে দেখার খবর সামাজিক মাধ্যমে চাউর হতেই ঘটনাস্থলে প্রচুর সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায়। ঘটনা জানতে পেরে কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্তে নামে। থানার পুলিশ ডুবুরি এনে কাতাল দীঘির জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ।এই ঘটনা সম্পর্কে কৈলাসহর পুর পরিষদের এক নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাকলি মালাকার জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তির নাম বিপুল শব্দকর। তিনি পেশায় কৈলাসহর পুর পরিষদের সাফাই কর্মী এবং এক নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ।কাউন্সিলর আরো বলেন, বিপুল বিগত কয়েক বছর ধরে মৃগী রোগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চ ফলনশীল সরিষার প্রজাতি নিয়ে সমৃদ্ধ কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জানুয়ারি : সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় কৃষি উপ-বিভাগের অন্তর্গত বিশালগড় সেক্টরের রঘুনাথপুর গ্রামে, ত্রিপুরার কৃষকরা সরিষা চাষে এক আশীর্বাদের সাক্ষী হচ্ছেন। উচ্চ ফলনশীল সরিষার প্রজাতি(এমপি-২৭) গ্রহণের ফলে এই অঞ্চলের কৃষকরা উল্লেখযোগ্যভাবে লাভবান হয়েছেন। উচ্চ ফলনশীল সরিষার প্রজাতি প্রবর্তনের ফলে রঘুনাথপুর গ্রামে কৃষিতে বিপ্লব ঘটেছে। ঐতিহ্যবাহী সরিষা ফসলের তুলনায় বেশি ফলন পাওয়ার ক্ষমতার কারণে কৃষকরা এই প্রজাতিগুলি গ্রহণ করেছেন। ফলস্বরূপ, তারা তাদের কৃষিকাজ থেকে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা এবং উচ্চ লাভবান হচ্ছেন। তাছাড়াও পাথালিয়াঘাট গ্রামে সরিষা চাষের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হল এই অঞ্চলের অনুকূল কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতি। মাটির গুণমান এবং আবহাওয়া সরিষা চাষের জন্য অনুকূল, যা কৃষকদের ফসলের সর্বোত্তম বৃদ্ধি এবং ফলন অর্জনে সক্ষম করে। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি এবং কৌশল গ্রহণ গ্রামে সরিষা চাষের উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধি করেছে। কৃষকদের দক্ষ কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সঠিক বীজ নির্বাচন, সেচ ব্যবস্থাপনা এবং কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা তাদের ফসলের সাফল্যে অবদান রেখেছে।

সরিষার অনেক সুবিধা, সরিষার বর্ধিত উৎপাদন কেবল কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করেনি বরং এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের দিকেও পরিচালিত করেছে। উচ্চ ফলন এবং লাভের মাধ্যমে, কৃষকরা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এবং তাদের জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে সক্ষম হচ্ছে ।তদুপরি , নবীনগর, রঘুনাথপুর গ্রামে সরিষা চাষের সাফল্য ত্রিপুরা এবং তার বাইরেও অন্যান্য অঞ্চলের জন্য একটি মডেল হিসেবে কাজ করে। এটি উচ্চ-ফলনশীল জাতের ফসল গ্রহণ এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি বাস্তবায়নের সম্ভাবনা তুলে ধরে ।সামগ্রিক ভাবে, উচ্চ-ফলনশীল জাতের সরিষা গ্রহণ রঘুনাথপুর, নবীনগর গ্রামে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে, কৃষকদের ক্ষমতায়ন করেছে এবং এই অঞ্চলের কৃষি সমৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। কৃষকরা সরিষা চাষের সুবিধাগুলি অব্যাহত রাখার সাথে সাথে, এটি ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রের বৃদ্ধি এবং উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে জানান কৃষকরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas